মন্দ আদর রুখবো, নির্যাতন বুঝবো
সীমানায় হাত বাড়ালে, বাঁচার উপায় খুঁজবো

শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ক
শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা বাংলাদেশ

EUROPEAN UNION

BREAKING THE SILENCE
ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রকাশক
ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
১০/১৪ ইকবাল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৯১৮৫৩০২, হটলাইন : ০১৭৭৮ ২৪৯ ২৭৭
E-mail : info@breakingthesilencebd.org, btsbd94@yahoo.com
web : www.breakingthesilencebd.org

অর্থায়নে
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সহযোগিতায়
সেভ দ্য চিলড্রেন

কারিগরী সহযোগিতায়
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

প্রকাশকাল
এপ্রিল, ২০১৫

ডিজাইন ও মুদ্রণে
বাঙলা কমিউনিকেশন্স লি.

স্বত্ব
ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Disclaimer:
This publication has been produced with the financial assistance of the `European Union'. The contents of the publication are the sole responsibility of Breaking the Silence (BTS). It can in no way be taken to reflect the views of the `European Union'.

দ্রষ্টব্য: এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত। প্রকাশনাটির বিষয়বস্তু ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর কর্ম অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিষয়বস্তু প্রণয়নে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয়।

ISBN: 978-984-33-9249-7

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর কারিগরী সহায়তায় এ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ক বিষয়বস্তু পাঠদানকারী শিক্ষকদের (স্কুল ও মাদরাসা) প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত

শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ক

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

রচনা

মোঃ শাহজাহান
মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
লানা হুমায়রা খান
শাহীনারা বেগম
ড. আব্দুল হান্নান মিঞা
মনিরা বেগম

সম্পাদনা

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল
প্রফেসর ড. রতন সিদ্দিকী
প্রফেসর মোঃ মশিউজ্জামান
প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মান্নান
প্রীতিশ কুমার সরকার

BREAKING THE SILENCE

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অবদান সর্বজনস্বীকৃত। দেশের শিশু-কিশোর তথা নতুন প্রজন্মকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলির অধিকারী করে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে যুক্ত করার লক্ষ্যে এনসিটিবি নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ বোর্ডের প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার কর্মপ্রয়াসকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সবসময় স্বাগত জানিয়ে আসছে। আর সেজন্য ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমকে এনসিটিবি সমর্থন জানিয়েছে এবং বর্ণিত কার্যক্রমে এনসিটিবির বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শিশু-কিশোরদের ওপর যে যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন ও যৌন শোষণের মতো ঘটনা ঘটে 'ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স' সে বিষয়ে কাজ করছে। সংস্থাটি বিদ্যালয় ও মাদরাসার শিক্ষকগণকে এ বিষয়ে শ্রেণিতে কার্যকরভাবে পাঠদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 'ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স' এর কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পেরে নিজেদের শিশু সুরক্ষা শিক্ষার কাজে আরও ব্যাপক আকারে অংশ নিতে পারছে বলে মনে করে। 'ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স' এর শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত প্রক্রিয়া শুরু থেকে এনসিটিবি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সহায়তা দিয়ে আসছে। এর আগে ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিশু সুরক্ষা শিক্ষা শিক্ষাক্রম ও পাঠ-সামগ্রী (Text Materials) প্রণয়নেও এনসিটিবি সহায়তা দিয়েছে। শ্রেণিকক্ষ থেকে শুরু করে আগামী দিনের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে কোনো ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

আমি ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের কাজের সফলতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
ও
প্রধান সম্পাদক
শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল সম্পাদনা পরিষদ

মুখবন্ধ

রোকসানা সুলতানা
নির্বাহী পরিচালক
ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

লায়লা খন্দকার
ডিরেক্টর, চাইল্ড প্রটেকশন সেকটর
সেভ দ্য চিলড্রেন

সূচিপত্র

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স পরিচিতি ০১-০২

প্রশিক্ষণসূচি ০৩-০৪

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল ০৫-০৬

প্রথম দিবস

কর্মঅধিবেশন-০১

পাঠ-১: শিশু সুরক্ষা শিক্ষা ০৭-০৮

কর্মঅধিবেশন-০২

পাঠ-১: শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রসমূহ ০৯-১১

কর্মঅধিবেশন-০৩

পাঠ-১: জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা ১২-১৪

পাঠ-২: পাঠ্যপুস্তকে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা ১৫-১৭

কর্মঅধিবেশন-০৪

পাঠ-১: যৌন নিপীড়ন বা যৌন নির্যাতন ১৮-২০

পাঠ-২: যৌন হয়রানি এবং যৌন শোষণ ২১-২৪

দ্বিতীয় দিবস

কর্মঅধিবেশন-০১

পাঠ-১: যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি ২৫-২৬

পাঠ-২: যৌন হয়রানি ও শোষণ পরিস্থিতি ২৭-২৮

কর্মঅধিবেশন-০২

পাঠ-১: যৌন নির্যাতনের প্রভাব ২৯-৩০

কর্মঅধিবেশন-০৩

পাঠ-১: যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব ৩১-৩৩

কর্মঅধিবেশন-০৪

পাঠ-১: যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ প্রতিরোধে সরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা ৩৪-৩৬

পাঠ-২: যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধে বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা ৩৭-৩৮

তৃতীয় দিবস

কর্মঅধিবেশন-০১ ৩৯-৪২

পাঠ-১: যৌন নির্যাতন ও প্রতিকার ৪৩-৪৬

পাঠ-২: যৌন হয়রানি ও শোষণ থেকে রক্ষার উপায়

কর্মঅধিবেশন-০২ ৪৭-৪৮

পাঠ-১: প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা ৪৯-৫১

পাঠ-২: নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মনো-সামাজিক সহায়তা

কর্মঅধিবেশন-০৩ ৫২-৫৮

পাঠ-১: শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিখন-শেখানো কার্যক্রম

কর্মঅধিবেশন-০৪ ৫৯-৬০

পাঠ-১: শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ের উপর একটি প্রদর্শনী পাঠ উপস্থাপন

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স পরিচিতি

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর কার্যক্রম ও অবস্থান

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স (বিটিএস) ১৯৯৪ সাল থেকে শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের বেড়ে ওঠা তথা বিকশিত করার লক্ষ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রথম দিকে মূলত শিশু যৌন নির্যাতনের মতো একটি সংবেদনশীল বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং এ ব্যাপারে সমাজের লোকজনের নীরবতা ভাঙতে সংস্থাটি এডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করে।

শিশু যৌন নির্যাতনের বিষয়টি আমাদের সমাজে খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয় কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোকই এক্ষেত্রে নীরবতা পালন করে। ফলে আমাদের সমাজের শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচিতজনদের অতি সুকৌশলী আচরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মূলত শিশু অধিকার লংঘিত হওয়ার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া। সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর দুর্বলতম অবস্থান ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকার কারণে এ সমাজের শিশুরা শারীরিক, মানসিক, লিঙ্গ বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। বিশেষত আমাদের মেয়ে শিশুরা যৌন নির্যাতন ও শিশু বিবাহের অতি ঝুঁকির মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠছে।

এ অবস্থা দূরে ঠেলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত রাখার জন্য শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতন ও শিশু বিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে চাপ সৃষ্টির জন্য ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স সমমনা সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে এডভোকেসি করে যাচ্ছে।

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর লক্ষ্য

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশু যৌন নির্যাতনসহ সকল ধরনের শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করে সামগ্রিকভাবে শিশুদের জন্য একটি ইতিবাচক এবং নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা।

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর উদ্দেশ্য

সর্বস্তরে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশু নির্যাতন বিশেষত শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে শিশু, যত্ন প্রদানকারী (বাবা-মা, শিক্ষক, পরিবারের সদস্য) কমিউনিটি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নীতিনির্ধারক থেকে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত সচেতন ও সংবেদনশীল হবে এবং শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে একটি সামাজিক আন্দোলন তৈরি হবে।

আইনগত কাঠামো

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স একটি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের 'সমাজ সেবা অধিদপ্তর' ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধন লাভ করে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর - এর নিবন্ধন নং : ঢ-০৫০৩৭ তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০০০
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো - এর নিবন্ধন নং : ১৬৪২ তারিখ : ২০ মে ২০০১

কর্ম এলাকা

কমিউনিটিভিত্তিক সচেতনতা ও দক্ষতা তৈরি, কমিউনিটি উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করার জন্য কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবক দল গঠন এবং স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকে উদ্বুদ্ধ ও সংবেদনশীল করার মাধ্যমে শিশুবান্ধব সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স বর্তমানে ঢাকাসহ ৩টি জেলায় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জেলাগুলো হচ্ছে- ঢাকা, সাতক্ষীরা ও মৌলভীবাজার (শ্রীমঙ্গল)।

এছাড়াও সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় শিশু অধিকারভিত্তিক সমমনা সংস্থাকে উপকরণ সরবরাহ করে শিশু অধিকার এবং শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিক

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর কর্ম এলাকায় শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কর্মসূচি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো:

কমিউনিটিভিত্তিক কার্যক্রম

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে কমিউনিটিকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। কমিউনিটিতে কিশোর-কিশোরী, অভিভাবক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতাসহ বিভিন্ন শ্রেণির সচেতনতা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কমিউনিটিভিত্তিক দল গঠন করা হয়। কমিউনিটিভিত্তিক দলের উদ্যোগে শিশু অধিকার পরিস্থিতি মনিটরিং, নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে সামাজিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ, নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে **'কমিউনিটি সুরক্ষা ব্যবস্থা (কমিউনিটি সিকিউরিটি সিস্টেম)'** করা হয়। বিটিএস-এর কমিউনিটি সিকিউরিটি সিস্টেম একটি অনুকরণীয় মডেল হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এডভোকেসি ও উইন্ডো মেথডভিত্তিক সুরক্ষা শিক্ষা

উইন্ডো মেথড-এ কাজ করার সময় সাধারণ আলোচনা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বিশেষ বিষয়ে বা অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়। যাতে বিশেষ আলোচনার বিষয়ে ধাপে ধাপে স্বচ্ছতা এনে দেয়। বিটিএস-এর ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয়টি হচ্ছে শিশুর উপর যৌন নির্যাতন। এ প্রক্রিয়ায় একটি ঘরের জানালা যেমন একের পর এক খোলা হয়, তেমনি যৌন নির্যাতন সম্পর্কে আলোচনার জন্য একেকটি স্তরে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়। এ মেথডের মাধ্যমে শিশুদের মাঝে যে সুপ্ত দক্ষতাগুলো থাকে তা জাগিয়ে তোলা এবং তাদের জীবনদক্ষতা বিষয়ক কার্যাবলিকে তাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী করে তোলা হয়। শিশুদের জীবন দক্ষতা জাগরুক করে, শিশু বিকাশ, শিশু অধিকার বিশেষত শিশু যৌন নির্যাতন বিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে নিজেদের রক্ষার জন্য ক্ষমতায়নই হচ্ছে উইন্ডো মেথডের মূলকথা। বিটিএস-এর উইন্ডো মেথডটি বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেভ দ্য চিলড্রেন ডেনমার্ক, রেডক্রস ইন্টারন্যাশনাল, ডেনমার্ক সরকার বর্তমানে উইন্ডো মেথডটি শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহার করছে।

বিটিএস কর্ম অভিজ্ঞতা ও গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে **"শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়টি সুরক্ষা শিক্ষা হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য"** এডভোকেসি করে যাচ্ছে। শিশু তার বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী নিজের সুরক্ষার জন্য সুরক্ষা শিক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে এবং সমাজসৃষ্ট প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম জীবন-দক্ষতার অধিকারী হবে। ফলে জীবন দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে। সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়টি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সপ্তম শ্রেণির 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' পাঠ্যপুস্তকে ইতোমধ্যেই সংযোজিত হয়েছে এবং অন্যান্য শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদনাধীন রয়েছে।

শিশুবান্ধব স্থানীয় সুশাসন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ শিশু অধিকার ভিত্তিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধিকতর সংবেদনশীল হয়েছেন। কর্ম এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশুদের জন্য বাজেট বরাদ্দ, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিশুদের জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, অভিযোগ ও সাঁড়া প্রদান পদ্ধতির প্রচলন, শিশুদের সাথে অনুকরণীয় আচরণবিধি তৈরি ও সেবা মনিটরিং প্রক্রিয়ায় শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও শিশু-সংশ্লিষ্ট যে কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ এখন অনেক বেশি আন্তরিক। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কর্ম-এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুর সুরক্ষা ও বিনোদনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও হতদরিদ্র শিশুদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। কর্মএলাকার সৃষ্ট ফলাফল দীর্ঘমেয়াদী করার (Sustainable) লক্ষ্যে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স গবেষণা কর্ম পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে এডভোকেসি করছে।

প্রশিক্ষণ সূচি
(মাস্টার ট্রেইনারদের জন্য প্রযোজ্য)

দিবস	অধিবেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয় / শিরোনাম
প্রথম দিবস	রেজিস্ট্রেশন	০৯:০০-০৯:৩০	প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি ও রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ
	কর্মঅধিবেশন -১	০৯:৩০-১১:০০	শিশু সুরক্ষা শিক্ষা
	কর্মঅধিবেশন -২	১১:৩০-০১:০০	শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রসমূহ
	কর্মঅধিবেশন -৩	০২:০০-০৩:৩০	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা
	কর্মঅধিবেশন -৪	০৩:৩০-০৫:০০	যৌন নিপীড়ন/নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি ও যৌন শোষণ
দ্বিতীয় দিবস	পাঠ পুনরালোচনা	০৯:০০-০৯:৩০	পূর্বদিনের প্রশিক্ষণের বিশেষ বিশেষ দিক উপস্থাপন (পূর্বদিনের এ কাজের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের উপস্থাপনা)
	কর্মঅধিবেশন -১	০৯:৩০-১১:০০	শিশু যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও শোষণের পরিস্থিতি
	কর্মঅধিবেশন -২	১১:৩০-০১:০০	শিশু যৌন নির্যাতনের প্রভাব
	কর্মঅধিবেশন -৩	০২:০০-০৩:৩০	শিশু যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব
	কর্মঅধিবেশন -৪	০৩:৩০-০৫:০০	যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার (GO /NGO) ভূমিকা
তৃতীয় দিবস	পাঠ পুনরালোচনা	০৯:০০-০৯:৩০	পূর্বদিনের প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন (পূর্বদিনের এ কাজের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের উপস্থাপনা)
	কর্মঅধিবেশন -১	০৯:৩০-১১:০০	শিশু যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও শোষণ থেকে রক্ষার উপায়
	কর্মঅধিবেশন -২	১১:৩০-০১:০০	প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা ও নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মনোসামাজিক সহায়তা
	কর্মঅধিবেশন -৩	০২:০০-০৩:৩০	শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিখন-শেখানো কার্যক্রম
	কর্মঅধিবেশন -৪	০৩:৩০-০৫:০০	শিশু সুরক্ষা শিক্ষা প্রদর্শনী পাঠ

প্রতিদিন

সকালের রিফ্রেশমেন্ট /চা : ১১.০০ - ১১.৩০

দুপুরের খাবার ও নামাজের বিরতি : ০১.০০ - ০২.০০

বিকেলের চা : ০৫.০০

প্রশিক্ষণ সূচি
(মাঠ পর্যায়ে ট্রেইনারদের জন্য প্রযোজ্য)

দিবস	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয় / শিরোনাম
প্রথম দিবস	০৯:০০-০৯:৩০	পরিচিতি ও রেজিস্ট্রেশন
	০৯:৩০-১১:০০	শিশু সুরক্ষা শিক্ষা ও এর ক্ষেত্রসমুহ
	১১:৩০-০১:০০	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা
	০২:০০-০৩:৩০	যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি ও যৌন শোষণ
	০৩:৩০-০৫:০০	শিশু যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও শোষণের পরিস্থিতি
দ্বিতীয় দিবস	০৯:০০-০৯:৩০	শিশু যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব
	০৯:৩০-১১:০০	যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার (GO /NGO) ভূমিকা
	১১:৩০-০১:০০	শিশু যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও শোষণ থেকে রক্ষার উপায়
	০২:০০-০৩:৩০	প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা ও নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মনোসামাজিক সহায়তা
	০৩:৩০-০৫:০০	শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিখন-শেখানো কার্যক্রম

প্রতিদিন

সকালের রিফ্রেশমেন্ট /চা : ১১.০০ - ১১.৩০

দুপুরের খাবার ও নামাজের বিরতি : ০১.০০ - ০২.০০

বিকেলের চা : ০৫.০০

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল

এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিকল্পিত ও উন্নয়নকৃত (Designed & Developed) কর্মঅধিবেশনসমূহ পরিচালনায় প্রশিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করবেন। মূলত কর্মঅধিবেশনের শিখন চাহিদা (শিখনফল) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষকের জন্য সুপারিশকৃত পদ্ধতি ও কৌশল :

পদ্ধতি	কৌশল
আলোচনা	একক কাজ
প্রশ্নোত্তর	জোড়ায় কাজ
প্রদর্শন	দলীয় কাজ
প্লেনারি আলোচনা	ব্রেইন স্টর্মিং
বিতর্ক	মাইন্ড ম্যাপিং
ভূমিকাভিনয়	বলতে দেওয়া
অনুসন্ধান	লিখতে দেওয়া
অভিজ্ঞতা বিনিময়	তাৎক্ষণিক আত্মস্থকরণ
কেইস স্টাডি	আত্ম প্রতিফলন
মিনি লেকচার	

সামগ্রিকভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষিত করার উপায়কে পদ্ধতি বলা হয়। এসব পদ্ধতিকে স্বার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য গৃহীত বিভিন্ন ধরনের কাজকে কৌশল বলা হয়। অর্থাৎ পদ্ধতি ব্যাপক আর কৌশল হচ্ছে পদ্ধতি বাস্তবায়নের হাতিয়ারস্বরূপ। অবশ্য ব্যবহারের উপর কখনো কখনো পদ্ধতি কৌশল হতে পারে। যেমন কোনো বিষয়ের আলোচনাপর্বে প্রশিক্ষক আলোচনাকে স্বার্থক করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করতে বা অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন আহ্বান করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আনন্দদায়ক করার জন্য একটি কর্মঅধিবেশনে একাধিক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশকৃত এসব পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করার সুবিধাসমূহ হচ্ছে–

– প্রশিক্ষণার্থীরা সহজে শিখবে
– কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সক্রিয় (Active) হবে
– একে অন্যকে সহযোগিতা করবে
– মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক শিখন সম্ভব হবে
– মস্তিষ্ক সচল রাখবে
– চিন্তা করে সমস্যার কাম্য সমাধান কিংবা অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে পেতে সচেষ্ট হবে
– জানা থেকে অজানা বিষয় জানতে উদ্বুদ্ধ হবে
– পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নতুন জ্ঞান/ ধারণা অর্জনে তৎপর হবে
– জানা বিষয়/ ধারণা/ নিয়ম বাস্তবে প্রয়োগ করার অবকাশ পাবে
– প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান স্থায়ী ও ফলপ্রসু হবে
– সর্বোপরি প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণমূলক হবে

বর্ণিত সুবিধাসমূহ অর্জন নির্ভর করবে শিখনফল অর্জনের উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন এবং প্রয়োগে প্রশিক্ষকের সক্ষমতার উপর।

প্রশিক্ষকের সুবিধার্থে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি শিখনফল অর্জনের উপযোগী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল নিচের ছকে প্রদত্ত হলো :

কর্মঅধিবেশন	শিখনফল	ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল
১ম	* শিশু সুরক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে * শিশু সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে	* প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর * আলোচনা, দলীয় কাজ, উপস্থাপন
২য়	* শিশুকে সুরক্ষিত রাখার কৌশল চিহ্নিত করতে পারবে * শিশু সুরক্ষায় পরিবার ও সমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে	* প্রদর্শন, কেইস স্টাডি, দলগত কাজ * মিনি লেকচার, অভিজ্ঞতা বিনিময়, একক কাজ, মাইন্ড ম্যাপিং

ছকে প্রদর্শিত শিখনফল অর্জনের উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল কী হতে পারে তা নমুনা হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রশিক্ষক অন্য কোনো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করেও নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের প্রয়াস গ্রহণে স্বাধীন থাকবেন। আর একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতে হবে, পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে গেলে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য কতগুলো উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হয়। যেমন প্রদর্শন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সংক্ষিপ্ত ভিডিও চিত্র, পোস্টার পেপার, ছবি/চিত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখতে হয়। আবার দামি ও স্থানীয়ভাবে দুর্লভ উপকরণ ব্যবহার পরিত্যাগ করে সস্তা ও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে। এছাড়া যথাসম্ভব পরিচিত উপকরণ ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে। তাতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফল ও স্বার্থক হবে।

কর্মঅধিবেশন ০১

০৯:৩০-১১:০০

শিরোনাম : শিশু সুরক্ষা শিক্ষা

শিখনফল	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা ▪ শিশু সুরক্ষা শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ▪ শিশু সুরক্ষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন ▪ জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	ক. শিশু সুরক্ষা শিক্ষার ধারণা খ. শিশু সুরক্ষা শিক্ষার গুরুত্ব গ. শিশু সুরক্ষা শিক্ষার উদ্দেশ্য।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, দলগত কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, জোড়ায় কাজ, মাথা খাটানো।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ভিডিও ক্লিপ, পেপার কার্টিং, ছবি/চিত্র/সারণি, শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ সামগ্রী (Text Material)।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	▪ শিশু সুরক্ষা শিক্ষার অনুকূলে প্রণীত জাতীয় নীতি-২০১০ ও কর্মসূচির প্রামাণ্য ডকুমেন্টের হার্ড ও সফট কপি নিজের সংরক্ষণে রাখা। সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইট ওপেন করে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকা ▪ শিশু সুরক্ষার কেইস সমীক্ষণ প্রদর্শনে প্রস্তুত থাকা ▪ বাংলাদেশে শিশুদের যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের তথ্য–উপাত্ত, সারণি/সূচি আকারে তৈরি করে রাখা ▪ ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স ও এনসিটিবি কর্তৃক যৌথভাবে উন্নয়নকৃত শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করা ▪ নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে তা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা। বিশেষ করে নিজ অধিবেশনের প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের কার্যকর উপকরণ প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - ক : শিশু সুরক্ষা শিক্ষার ধারণা সময়: ৩০ মিনিট

- পরিবারে/ সমাজে শিশুরা কীভাবে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন
- বাংলাদেশে শিশুদের হয়রানি ও নির্যাতনের তথ্য ও উপাত্ত প্রদর্শন করবেন
- এরূপ অবস্থা থেকে উত্তোরণের কার্যকর পদক্ষেপ কী কী হতে পারে তা চিহ্নিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন
- দেশের শিশুদের সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে উপযুক্ত শিক্ষার ধারণা (সুরক্ষা শিক্ষা) উপস্থাপন করবেন
- শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় জীবন দক্ষতার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন।

সহায়ক তথ্য:
শিশু অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলেও বাংলাদেশে শিশুদের অনেকেই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য এদের একমাত্র সমস্যা নয়। এরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে মূলত যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়। আর এ অবস্থা থেকে উত্তরণে প্রধান অবলম্বন হবে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা দেশের প্রচলিত শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তি। 'সুরক্ষা শিক্ষা' বলতে এমন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমকে বুঝায় যা শিশুকে (১৮ বছরের কম বয়সী) শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং যৌন নিরাপত্তা বিষয়ে বয়স উপযোগী তথ্য প্রদানের মাধ্যমে যৌন নির্যাতন, অমানবিক বা অমর্যাদাকর আচরণ, শাস্তি, দুর্ব্যবহার, শোষণ, পাচার ও বিক্রয় ইত্যাদির হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষমতায়নে সহায়তা করে।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - খ : শিশু সুরক্ষা শিক্ষার গুরুত্ব **সময় : ২৫ মিনিট**

- শিশু সুরক্ষা শিক্ষা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- জোড়ায় দলে/ দলগত আলোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করবেন
- সব কয়টি দলীয় কাজের ফলাফল সমন্বয় করে গুরুত্বসমূহের তালিকা তৈরি করবেন
- তৈরিকৃত তালিকার বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করবেন।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - গ : শিশু সুরক্ষা শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ (শিক্ষাক্রমের আলোকে) **সময়: ২০ মিনিট**

- শিশু সুরক্ষা শিক্ষা কার্যক্রম কী কী উদ্দেশ্য সাধন করবে– প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন
- ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স ও এনসিটিবির যৌথ অংশগ্রহণে উন্নয়নকৃত শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ প্রদর্শন করবেন
- প্রদর্শিত উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন

সহায়ক তথ্য

শিশু সুরক্ষা শিক্ষার উদ্দেশ্য (যৌথভাবে ও ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স– এর এনসিটিবি উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রমের আলোকে):

১. শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশে সহায়তা করা
২. শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা
৩. যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণ বুঝতে সমর্থ হওয়া
৪. যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পেতে সমর্থ হওয়া
৫. বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং তা মানিয়ে নিতে সক্ষম হওয়া
৬. যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার শিশুদের সহযোগিতা দান এবং সহানুভূতি প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করা
৭. নৈতিক শক্তি ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

মূল্যায়ন **সময়: ১০ মিনিট**

১। পরিবার/ সমাজে শিশুরা কীভাবে হয়রানির শিকার হয়? (শিশু হয়রানির ২টি ঘটনা উল্লেখ করা)
২। শিশুদের যৌন হয়রানি ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা দানে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা কী কী অবদান রাখবে (৩টি অবদান লিখতে বলা)
৩। হয়রানি ও নির্যাতন প্রতিকারে 'না বলার দক্ষতা' কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে (তিনটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দেখানো)।

সার সংক্ষেপ **সময়: ০৩ মিনিট**

শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি তাদেরকে অপরাধমূলক আচরণ ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষিত রাখার শিক্ষাই হচ্ছে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা। এ শিক্ষার বিষয়টি দেশের সংবিধান, শিশু সংশ্লিষ্ট আইন, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের জীবন দক্ষতা জাগ্রত করার মাধ্যমে তাদের অধিকার বুঝতে এবং যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঝুঁকি মোকাবেলায় কাঙ্ক্ষিত আচরণে তাদেরকে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন **সময়: ০২ মিনিট**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষক কতটা সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ কার্যাবলি পরিচালনা করেছেন তা মূল্যায়ন করবেন। কোথায় অসম্পূর্ণতা বা ঘাটতি রয়েছে তা চিহ্নিত করবেন, যেন পরবর্তীতে তা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস গ্রহণ করতে পারেন।
প্রত্যেক প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষক একটি চেকলিস্ট/রিপোর্ট বিতরণ/জমা দেবেন

কর্মঅধিবেশন ০২
১১:৩০ - ০১:০০
শিরোনাম: শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রসমূহ

শিখনফল	**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা** ▪ শিশু সুরক্ষা ক্ষেত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ▪ শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন ▪ শিশু সুরক্ষা বিঘ্নিত হবার কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন ▪ শিশুকে সুরক্ষিত রাখার উপায়/ কৌশল নির্ণয় করতে পারবেন ▪ শিশু সুরক্ষায় পরিবার ও সমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	ক) শিশু সুরক্ষা ক্ষেত্রের ধারণা এবং শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রসমূহ খ) শিশু সুরক্ষা বিঘ্নত হওয়ার কারণ এবং শিশুকে সুরক্ষিত রাখার উপায়/ কৌশল গ) শিশু সুরক্ষায় পরিবার ও সমাজের ভূমিকা।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্লেনারি আলোচনা, উপস্থাপন, প্রদর্শন, মিনি লেকচার, অভিজ্ঞতা বিনিময়, কেস স্টাডি ইত্যাদি।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ভিডিও ক্লিপ, ছবি/চিত্র, পেপার কাটিং, পাঠ্যপুস্তক, শিশু সুরক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠসামগ্রী।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	▪ ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স কর্তৃক প্রকাশিত শিশু সুরক্ষার শিক্ষাক্রম ডকুমেন্ট এবং ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির পাঠ-সামগ্রী (Text Material) এর সংশ্লিষ্ট অংশ ভালোভাবে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা ▪ শিশু সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনাবলি সংগ্রহ করে নিজের কাছে হার্ড ও সফট কপি মজুত রাখা ▪ শিশুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে জেনে নেওয়া এবং এতদসম্পর্কিত ডকুমেন্ট, সংশ্লিষ্ট Website Open করে Online Child protection & Child Act ২০১৩ প্রদর্শনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ▪ এ অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তক কে কীভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - ক : শিশু সুরক্ষা ক্ষেত্রের ধারণা এবং শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রসমূহ **সময় : ৩০ মিনিট**

- শিশু জন্মের পর কোথায় কীভাবে বেড়ে ওঠে তা নিয়ে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন।
- শিশু কোথায় বা কার কাছে সবচেয়ে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে তা এককভাবে খুঁজে বের করতে বলবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তর সমন্বয় করে শিশু সুরক্ষা ক্ষেত্রের ধারণা বুঝিয়ে বলবেন।
- ভিপ কার্ড-এ শিশু সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের নাম লিখতে দিবেন (এককভাবে)
- ৫ থেকে ৭ জনের দলগঠন করে একক কাজের ফলাফল দলীয়ভাবে সমন্বয় করে শিশু সুরক্ষা ক্ষেত্রের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- দলীয়ভাবে তৈরিকৃত ও উপস্থাপিত তালিকা সম্পর্কে অন্যদলের প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকের পর্যবেক্ষণ/ অভিমত/ মতামত প্রকাশের সুযোগ দিবেন।

সহায়ক তথ্য :

শিশু সুরক্ষা ক্ষেত্রের ধারণা

শিশু জন্মের পর মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। মায়ের আদরে ও যত্নে শিশু বেড়ে উঠে। মায়ের পর বাবার স্নেহ শিশু পেয়ে থাকে। শিশুর অবুঝ সময়ে মা-বাবা মূলত শিশুকে সুরক্ষিত রাখেন, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ শিশু কার কাছে সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে তা বোঝানোর জন্য শিশু সুরক্ষা ক্ষেত্রের ধারণা অবতারণা করা হয়েছে।

শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রসমূহ :

শিশু সুরক্ষার প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। শিশু হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ে ওঠার পর এক পর্যায়ে হাটতে শিখে, কথা বলতে পারে। তখন সে প্রতিবেশী শিশু এবং অন্যান্যদের সংস্পর্শে আসে। সেজন্য প্রতিবেশীকে শিশু সুরক্ষার দ্বিতীয় ক্ষেত্র বলা হয়। শিশু তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের একটি পর্যায়ে এসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিদ্যালয়/ মাদরাসায়/ কিন্ডারগার্টেন) ভর্তি হয়। সেজন্য নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশু সুরক্ষার তৃতীয় ক্ষেত্র।

শিশু যে পরিবেশে বেড়ে উঠে সেখানে শিশুর পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশী ছাড়াও এলাকার জনগণ বাস করে। এদের সবার সংস্পর্শে আসে। শিশু স্থায়ীভাবে বেড়ে ওঠার জন্য সমাজের সকল মানুষের ভূমিকা রয়েছে। তাই **সমাজজীবন** শিশু সুরক্ষার অন্যতম একটি ক্ষেত্র।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - খ : শিশু সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ এবং শিশুকে সুরক্ষিত রাখার কৌশল — সময় : ২৫ মিনিট

- শিশুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কয়েকটি ঘটনা/ কেস উপস্থাপন/ কিংবা ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করবেন
- প্রদর্শিত কেস পর্যবেক্ষণ করে জোড়া দলে/ দলীয়ভাবে শিশু সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ খুঁজে বের করে তালিকা তৈরি করতে বলবেন
- দলীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত তালিকা শ্রেণিতে যৌথ অধিবেশনে আলোচনা করবেন
- শিশুকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তা নিয়ে প্রশিক্ষক নির্দেশনা প্রদান করবেন
- প্রশিক্ষকের নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী শিশুকে সুরক্ষিত রাখার ২টি কৌশল ভিপ কার্ডে লিখবেন
- ভিপ কার্ডগুলো বোর্ডে সজ্জিত করে প্রদর্শন করবেন।

সহায়ক তথ্য :

শিশু সুরক্ষা বিঘ্নিত হয় নানা কারণে। যেমন–

১। শিশুর অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা
২। শিশুর চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা
৩। মা–বাবার সাথে শিশুর সম্পর্ক বন্ধুর মতো না হওয়া
৪। শিশুর শিক্ষা ও বিনোদনের অধিকার উপেক্ষিত হওয়া
৫। শিশু সম্পর্কে অভিভাবকদের উদাসীনতা
৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শিশু নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইন না জানা
৭। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা
৮। অশিক্ষিত ও অসচেতন প্রতিবেশী ইত্যাদি।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - গ : শিশু সুরক্ষায় পরিবার ও সমাজের ভূমিকা — সময় : ২০ মিনিট

- শিশু সুরক্ষায় পরিবারে ও সমাজের ভূমিকা বিষয়ে কয়েকটি ঘটনা কিংবা ভিডিও ক্লিপ উপস্থাপন/ প্রদর্শন করবেন
- উপস্থাপিত /প্রদর্শিত ঘটনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের কিছু প্রশ্ন করবেন
- প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তর শুনে প্রশিক্ষক প্রয়োজনে তা পূর্ণতা দানে সহায়তা করবেন
- পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কের গভীরতা ও মাধুর্য প্রকাশ পায় - শিশুর মনে প্রভাব পড়ে, এমন কিছু ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করবেন।

মূল্যায়ন — সময় : ১০ মিনিট

১। শিশুর সুরক্ষার কোন ক্ষেত্রটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন? (৩টি যুক্তি লিখুন)
২। পরিবারে শিশুর সুরক্ষা/ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার ৩টি কারণ উল্লেখ করুন
৩। শিশুর সুরক্ষায় পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা চিহ্নিত করে নিচের ছক পূরণ করুন

ক্রমিক	পরিবারের সদস্য	শিশু সুরক্ষায় ভূমিকা
১	মা–বাবা	১.
		২.
২	ভাই–বোন	১.
		২.
৩	নিকট আত্মীয়	১.
		২.

সার সংক্ষেপ

সময় : ০৩ মিনিট

শিশু কার কাছে বা কোথায় সুরক্ষিত বা নিরাপদ থাকে তা বুঝোনোর জন্য শিশু সুরক্ষা ক্ষেত্রের ধারণার অবতারণা করা হয়েছে। এ ধারণার আওতায় শিশু সুরক্ষার ৪টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র (যথাক্রমে- পরিবার, প্রতিবেশী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ) দেখানো হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ কী কী হতে পারে তা চিহ্নিত করার পাশাপাশি সুরক্ষিত রাখার কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন

সময় : ০২ মিনিট

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষক আত্ম–জিজ্ঞাসার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কাজ কতটা ফলপ্রসু হয়েছে তা খুঁজে বের করবেন। কী কী ঘাটতি বা অপূর্ণতা রয়েছে তা চিহ্নিত করে পরবর্তীতে তা পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

একইভাবে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের শিখন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে নিজেদের ঘাটতি পূরণে সচেষ্ট থাকবেন।

কর্মঅধিবেশন ০৩

০২:০০ - ০২:৪৫

শিরোনাম : জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা

শিখনফল	**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা** ▪ শিক্ষাক্রম কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন ▪ শিক্ষাক্রমে শিশু সুরক্ষা শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শিখনফলের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ▪ জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিখনফল ও বিষয়বস্তুর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	ক. শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম কাঠামো খ. শিশু সুরক্ষা শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শিখনফলের সম্পর্ক গ. শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সম্পর্ক।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ।
উপকরণ	ভিপকার্ড, মাসকিং টেপ, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম, ১ম-৮ম শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ১ম-৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	▪ শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ডকুমেন্টের হার্ড ও সফটকপি সংরক্ষণে রাখা তথ্য উপস্থাপনের জন্য মাল্টিমিডিয়া, প্রজেক্টর ব্যবহার করে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকা ▪ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের শিক্ষাক্রম ডকুমেন্টের উল্লিখিত শ্রেণি ও বিষয়ের হার্ড ও সফট কপি সংরক্ষণ করা এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকা ▪ নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে তা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা ▪ অধিবেশন শেষে মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করে প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - ক : শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম কাঠামো সময় : ১২ মিনিট

- শিশু সুরক্ষা শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম (উপকরণে উল্লিখিত শ্রেণিসমূহের) প্রদর্শন করবেন
- অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ ও ধৈর্যসহকারে প্রদর্শিত শিক্ষাক্রম ডকুমেন্ট পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন
- শিক্ষাক্রম কাঠামোটিতে কী কী বিবেচনা করা হয়? জোড়ায়/দলগত আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন
- সবকয়টি দলের ধারণা ভিপ কার্ডে লিখে উপস্থাপন করবেন
- যে কোনো একটি দল ভিপ কার্ডের লেখার সারসংক্ষেপ করবেন।

সহায়ক তথ্য :

শিশু যাতে তার জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার দক্ষতা অর্জন করতে পারে, এজন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুকে একজন দায়িত্বশীল এবং সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষাক্রমের পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থী কীভাবে জ্ঞান অর্জন করবে এবং দক্ষতা ও মূল্যবোধের চর্চা এবং শিখনে ইতিবাচক মনোভাব ও অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হবে সে বিষয়ে যথাযথভাবে বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি করা প্রয়োজন। প্রতিটি শিশুর সুস্থ ও আনন্দময় পরিবেশে সুস্থ মানসিকতা নিয়ে জীবন যাপন প্রয়োজন। এজন্য ছোটবেলা থেকেই শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান থাকা জরুরি। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বৃত্তাকার (cyclical) মডেল অনুসরণ করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছে। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এবং এনসিটিবির যৌথ উদ্যোগে শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে শিশুর শিখন চাহিদা বিবেচনা করে শিশু সুরক্ষা শিক্ষার ক্রমবর্ধমান বিস্তার করা হয়েছে। শিশু যেন তার পূর্ব ধারণা ও বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নিজের অধিকার, পরিবার ও অন্যান্য সদস্যদের আচরণ, প্রতিকূল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত ও মোকাবেলা করার দক্ষতা অর্জন ও আত্মবিশ্বাসী হতে পারে। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে স্তর অনুযায়ী শিশু সুরক্ষা শিক্ষা প্রণয়নে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে।

সুরক্ষা শিক্ষা (Protection education) বিষয়ক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

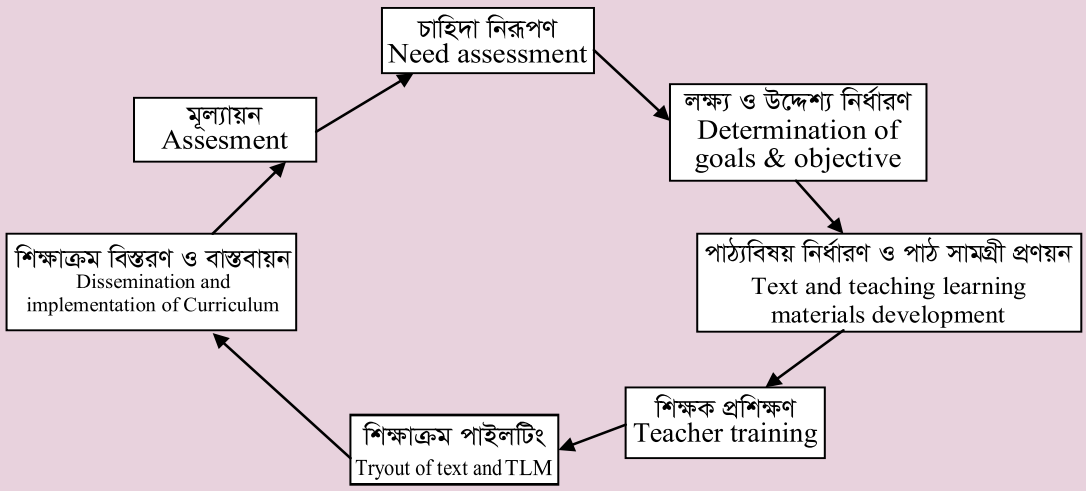

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - খ : শিশু সুরক্ষা শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শিখনফলের সম্পর্ক — সময় : ১২ মিনিট

- শিশু সুরক্ষা শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রদর্শন করবেন
- শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষাক্রমের যে কোনো একটি প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে শিখনফল সম্পর্কিত? দলগত আলোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করে পোস্টার পেপারে লিখবেন
- দলগুলোর কাজ সমন্বয় করে শিক্ষাক্রমের প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শিখনফলের আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করবেন।

সহায়ক তথ্য:

শিশুর বয়স, চাহিদা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁর শিখনে আগ্রহ বিবেচনা করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশু কী শিখবে, কীভাবে এবং কার কাছে শিখবে তা নির্ভর করে তার পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। শিক্ষাক্রমে শিশুর নিরাপত্তা এবং বিকাশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার, মিলেমিশে থাকা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, ইতিবাচক আচরণ, দৈহিক ও মানসিক চাপ থেকে রক্ষা, হেয় প্রতিপন্ন না করা, নিজেকে ভালোবাসতে শেখা ইত্যাদি বিষয়সমূহ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। শিশুর মনোজগতে মা-বাবা, অভিভাবক, বিদ্যালয়, প্রতিবেশী সকলের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। সমগ্র বিষয় বিবেচনা করে উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শিখনফল লেখা হয়েছে। গঠনটি নিম্নরূপ :

প্রান্তিক যোগ্যতা → শিখনফল→ বিষয়বস্তু

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - গ : শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সম্পর্ক — সময় : ১২ মিনিট

- কীভাবে শিখনফল ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত? প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন
- ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এর শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রদর্শন করবেন
- প্রদর্শিত শিক্ষাক্রমে শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সম্পর্ক কীভাবে আছে তা নিয়ে আলোচনা করবেন
- এনসিটিবির ৩য় শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা, বাংলাদেশে ও বিশ্বপরিচয় এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণির গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রদর্শন করবেন
- এনসিটিবির প্রদর্শিত শিক্ষাক্রমে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয় কোন শিখনফল ও বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে তা আলোচনা করবেন।

সহায়ক তথ্য :

অনেক সময় পরিবার, বিদ্যালয় বা সামাজিক বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে শিশু দৈহিক, শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতার মুখোমুখি হয়। এ ধরনের আচরণে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে শিশু ভয় পেয়ে যায় যা অনেক সময় তার আচরণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে তারা বিভিন্ন অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। যেমন, মিথ্যা বলা, কাউকে অপমান করা ইত্যাদি। এসব বিষয় বিবেচনা করে শিখনফল লেখা হয়েছে যা অর্জনের জন্য বিষয়বস্তু প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন, শিশুকে জানতে হবে, সে সমাজের একজন মানুষ। তার সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাকে সচেতন হতে হবে এবং তার মধ্যে নৈতিকশক্তি ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

- শিখনফল অর্জনের জন্য শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণ বিবেচনায় রেখে বিষয়বস্তুর পাঠ-পরিকল্পনা করা হয়েছে
- পারস্পরিক সম্পর্ক, সততা, সত্যবাদিতা, আত্মবিশ্বাস, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে শিখনফল ও বিষয়বস্তু প্রণয়ন করা হয়েছে
- বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে পাঠদানের জন্য শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন নির্দেশনা শিক্ষাক্রমে রয়েছে।

মূল্যায়ন: — সময় : ০৪ মিনিট

প্রশ্ন করে জেনে নিন-

- শিক্ষাক্রম প্রণয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কী কী? বলতে বলুন
- যে উদ্দেশ্যে শিশু সুরক্ষা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে ২/৩টি সমস্যা বলুন
- সমস্যা উত্তরণে ১/২টি পদক্ষেপ বলুন
- যে কোনো একটি উদ্দেশ্য থেকে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল এবং বিষয়বস্তুর আন্তঃসম্পর্ক উল্লেখ করতে বলুন।

সারসংক্ষেপ — সময় : ০৩ মিনিট

শিশু সুরক্ষার মূল লক্ষ্য সামগ্রিকভাবে শিশুদের জন্য একটি ইতিবাচক ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিশু অধিকার সনদ ও জাতীয় পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষাক্রমে শিশুর শিখন চাহিদা নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্সে প্রান্তিক যোগ্যতা, শিখনফল এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক দেখানো হয়েছে। শিক্ষাক্রম কাঠামো অনুসরণ করে শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিখনফল অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে যা এ অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন — সময় : ০২ মিনিট

শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে তা উন্নয়নের চেষ্টা করবেন। এ অধিবেশন পরিচালনায় কোনো অপূর্ণতা রয়েছে কি না তা চিহ্নিত করে পরবর্তীতে ফলপ্রসু বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

কর্মঅধিবেশন ০৩

০২:৪৫ - ০৩:৩০

শিরোনাম : পাঠ্যপুস্তকে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা

শিখনফল	**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা** ▪ পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা এবং শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন ▪ পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা এবং শিক্ষক নির্দেশিকার কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন ▪ পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা এবং শিক্ষক নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত শিশু সুরক্ষা শিক্ষার বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	ক. পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা এবং শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্য খ. পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা এবং শিক্ষক নির্দেশিকার কাঠামো গ. শিশু সুরক্ষা শিক্ষার বিষয়বস্তু।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ।
উপকরণ	পোস্টার পেপার, মার্কার কলম, ভিপ কার্ড, মাসকিং টেপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১ম-২য় শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত, ১ম-৫ম শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা, ৩য়-৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা, পাঠ্যপুস্তক, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক। ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এবং এনসিটিবির যৌথ উদ্যোগে প্রণীত ১ম-৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	▪ শিশু সুরক্ষা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের হার্ডকপি ও সফটকপি সংরক্ষণে রাখা। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকা ▪ এনসিটিবির ৩য়-৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের হার্ডকপি ও সফটকপি সংরক্ষণে রাখা এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকা ▪ নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে তা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা। শিক্ষার্থী মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন টুলস্ প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - ক : পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা ও শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্য সময় : ১৫ মিনিট

- শিশু সুরক্ষা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক (যেকোনো ১/২টি) এবং প্রাথমিক স্তরের ৩য় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং মাধ্যমিক স্তরের ৬ষ্ঠ শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তক প্রদর্শন করবেন
- প্রদর্শিত পাঠ্যপুস্তক মনোযোগ ও ধৈর্যসহকারে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের অনুরোধ করবেন। প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করতে হবে।
- শিক্ষক সহায়িকা কী? শিক্ষক নির্দেশিকা কী? পাঠ্যপুস্তকে কী কী থাকে? এই প্রশ্নগুলো সামনে রেখে শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা এবং পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য দলগত আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন
- সবকটি দলের-ধারণা ভিপকার্ড বা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে উপস্থাপন করাবেন
- উপস্থাপন শেষে পাঠ্যপুস্তকের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করাবেন।

সহায়ক তথ্য:

পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য :

- পাঠ্যক্রম নীতি-নিয়ম মেনে চলা (Conformity to curriculum policy and scope)
- শব্দভাণ্ডার এবং বিন্যাস (Vocabulary and format)
- লেখার অনুভমিক এবং উল্লম্ব প্রান্তিককরণ (Horizontal and vertical alignment of text)
- গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability)
- পাঠ বিশ্বাসযোগ্যতা (Text reliability)

- জ্ঞানোন্নয়ন ও সৃজনশীল চিন্তা (Cognitive development and creative thinking)
- শিখন ও মূল্যায়ন (Learning and assessment)
- পক্ষপাত মুক্ত (Bias free)

শিক্ষক সহায়িকা/শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্য :

- শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা
- অধ্যায় ও অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তুর বিভাজন
- বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক ছবি
- নমুনা মূল্যায়ন প্রশ্ন

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - খ : শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা এবং পাঠ্যপুস্তকের কাঠামো সময় : ১০ মিনিট

- শিশু সুরক্ষা শিক্ষার ৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক এবং এনসিটিবির ৬ষ্ঠ শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রদর্শন করবেন।
  কাঠামো বলতে কী বোঝায়?
  প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক আলোচনা করবেন।
- প্রত্যেকটি দলে হার্ড কপি সরবরাহ করে আলোচনার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের কাঠামো শনাক্ত করতে বলুন।
- প্রতিটি দলকে পোস্টার পেপার/ ভিপ কার্ড/ মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে উপস্থাপন করতে বলুন।
- পাঠ্যপুস্তকের কাঠামোর বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করবেন।

সহায়ক তথ্য :

কাঠামো : কোনো বিষয় বিশ্লেষণে যে পদ্ধতি বা ধারণা বিন্যাস করা হয় তাই হচ্ছে কাঠামো।

পাঠ্যপুস্তকের কাঠামো : একটি পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন অংশ থাকে। সবগুলো অংশ মিলিয়ে হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের কাঠামো।

অধ্যায়	:	পাঠ্যপুস্তকে সাধারণত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে একাধিক অধ্যায় থাকে। প্রতিটি অধ্যায়ের নাম থাকে।
ভূমিকা	:	অধ্যায়ের শুরুতে ভূমিকা থাকে। তবে তা সব অধ্যায়ে থাকে না।
বিষয়বস্তু	:	প্রতিটি অধ্যায়ে একাধিক শিরোনাম থাকে। শিরোনাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়।
মূল্যায়ন	:	ধারাবাহিক মূল্যায়ন, কাজ এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন অধ্যায়ের সাথে অথবা অধ্যায় শেষে দেওয়া আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের শেষে প্রশ্নমালা দেওয়া আছে।
শব্দকোষ	:	যে সমস্ত শব্দ নতুন তা ব্যাখ্যা করে পাঠ্যপুস্তকের শেষে দেওয়া আছে। তবে সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

শিক্ষক সহায়িকা/শিক্ষক নির্দেশিকা : কাঠামো

- সূচিপত্র
- অধ্যায়ের নাম

↓

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

↓

শিখনফল

↓

পাঠ বিভাজন

↓

উপকরণ

↓

বিষয়বস্তু

↓

শিখন শেখানো কার্যাবলি

↓

মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - গ : শিশু সুরক্ষা শিক্ষার বিষয়বস্তু — সময় : ১০ মিনিট

- শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন কেন?
  প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক আলোচনা করবেন
- উপকরণে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণি ও বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা, পাঠ্যপুস্তক প্রদর্শন করবেন।
- প্রদর্শন শেষে শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা, এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তকে শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমুহ কী কী তা আলোচনা করবেন।
- প্রত্যেকটি দলের ধারণা পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করাবেন।
- উপস্থাপন শেষে যে কোনো শ্রেণির ১টি বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তার বিশেষ একটি দিক নিয়ে আলোচনা করবেন।

সহায়ক তথ্য :

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এবং এনসিটিবির যৌথ উদ্যোগে শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। ১ম-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রণীত শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ে শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শ্রেণিভিত্তিক বিষয়বস্তু প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তু এনসিটিবির বিভিন্ন শ্রেণি ও বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা এবং পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হ্যান্ডআউটে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূল্যায়ন : — সময় : ০৫ মিনিট

প্রশ্ন করে জেনে নিন–

- ‘শিশু সুরক্ষা শিক্ষা’ এনসিটিবির কোন কোন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
- শিশু সুরক্ষা শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকে যে পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা শিশুকে আত্মনির্ভরশীল করতে কী ভূমিকা রাখবে?

সারসংক্ষেপ — সময় : ০৩ মিনিট

এই অধিবেশনে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন সামগ্রীর কাঠামো ও বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করেছে তা বিচ্ছিন্নভাবে এনসিটিবি’ব পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা এবং শিক্ষক নির্দেশিকায় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত আছে তা জেনেছি। শিশুর বিকাশ স্তরে তার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংবেদনশীল বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এতে শিশুর মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হবে যা তার বেড়ে ওঠার পরিবেশকে নিরাপদ রাখবে।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন — সময় : ০২ মিনিট

পাঠটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো বাঁধার সম্মুখীন হলে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করবেন। ভবিষ্যতে আরও কী সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করলে আপনি নিজে তৃপ্ত হবেন তা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবেন। শিক্ষর্থীদের কোনো শিখন ঘাটতি থাকলে তা পর্যালোচনা করে কীভাবে উন্নয়ন করা যায় তা খুঁজে বের করে সমাধান করবেন।

কর্মঅধিবেশন ০৪
০৩:৩০ - ০৪:১৫
শিরোনাম : যৌন নির্যাতন

শিখনফল	**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা** ▪ যৌন নির্যাতনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ▪ যৌন নির্যাতনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ▪ যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	ক. যৌন নির্যাতন ধারণা খ. যৌন নির্যাতনের কারণ গ. যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি থেকে রক্ষার উপায়।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, দলগত কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, জোড়ায় কাজ, মাথা খাটানো।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, মাসকিন টেপ, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিডিও চিত্র/ ক্লিপ, শিশু যৌন নির্যাতন বিষয়ক তথ্য/ সমীক্ষা।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	▪ যৌন নির্যাতন ধারণা বিষয়ে প্রণীত ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স এর ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের হার্ড কপি এবং সফ্ট কপি সংরক্ষণে রাখা ▪ শিশু যৌন নির্যাতনের বাস্তব কোনো ঘটনা বা কেইস স্টাডির সফ্ট কপি সংরক্ষণে থাকা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা ▪ শিশু যৌন নির্যাতন বিষয়ে কোনো ভিডিও ক্লিপ বা স্থির চিত্রের সফ্টকপি সংরক্ষণে রাখা এবং প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকা ▪ নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের জন্য উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে তা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা ▪ অধিবেশন শেষে সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করে প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - ক : যৌন নির্যাতনের ধারণা — সময় : ১০ মিনিট

- পরিবার/বিদ্যালয়/পারিপার্শ্বিক পরিবেশে শিশু কীভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন এবং চিহ্নিত করবেন
- বাংলাদেশে শিশুদের নির্যাতনের তথ্য/সমীক্ষা প্রদর্শন করবেন
- যৌন নির্যাতনের ধরন চিহ্নিত করবেন
- শিশু সুরক্ষা শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে (৬ষ্ঠ-৮ম) যৌন নির্যাতন বিষয়ে যে বিষয়বস্তু রয়েছে তা উপস্থাপন করে আলোচনা করবেন
- যৌন নির্যাতন বন্ধে পরিবার/বিদ্যালয়/পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দায়িত্ব কী হতে পারে তা চিহ্নিত করার ব্যবস্থা নিবেন।

সহায়ক তথ্য :

যৌন নির্যাতন ধারণা

নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর অধিকার। আমাদের দেশে গ্রাম, শহর সর্বক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে প্রসার লাভ করেছে। কিশোর, কিশোরী, যুবক, যুবতী, বয়স্ক এমনকি শিশুরাও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন কৌশল ও ছলচাতুরির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। যৌন নির্যাতন হচ্ছে শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী, মানসিক রোগে অসুস্থ কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তার সম্মতি ব্যতিরেকে তাকে ধর্ষণ বা যৌন পীড়নে তার শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন।

যৌন নির্যাতনের ধরন :

- শিশুর শরীরের যে কোনো জায়গায় হাত দিয়ে স্পর্শ করা
- কোনো অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা
- আপত্তিকর ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকা
- যৌন বিষয়ক কোনো শব্দ বা কোনো কিছু বলা

শিশুকে যৌন নির্যাতনের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
তাকে দক্ষ এবং যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সে **'না'** বলতে শিখে।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - খ : যৌন নির্যাতনের কারণ — সময় : ১০ মিনিট

- পরিবার/সমাজে শিশুর যৌন নির্যাতনের কারণ কী হতে পারে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করে চিহ্নিত করবেন
- যৌন নির্যাতনের ভিডিও ক্লিপ বা স্থির চিত্র প্রদর্শন করবেন
- ভিডিও প্রদর্শনের পর দলগত আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের তালিকা তৈরি করবেন
- তালিকায় উল্লিখিত কারণসমূহের মধ্যে কোনটি ভয়াবহ এবং কেন তা বিশ্লেষণ করবেন
- যৌন নির্যাতনের শিকার শিশু, কিশোর, কিশোরীর করণীয় কী তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন।

সহায়ক তথ্য :

যৌন নির্যাতনের কারণ :

- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব
- প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের দূরত্ব
- সামাজিক/পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়
- সন্তানের প্রতি অধিক শাসন বা উদাসীনতা
- ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্য
- সমাজে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব
- দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতার অভাব
- যৌন নির্যাতন বিষয়ে অজ্ঞতা
- নেশা জাতীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা

যৌন নির্যাতনের শিকার শিশু, কিশোর, কিশোরীর করণীয় :

- নির্যাতন বিষয়ে মা-বাবাকে অবহিত করতে হবে
- প্রয়োজনে শিক্ষককে জানাতে পারে
- সহপাঠী বন্ধুর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতে পারে
- জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন এবং থানা পুলিশকে তথ্য সরবরাহ করতে পারে
- নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে মানব বন্ধন করতে পারে
- যৌন নির্যাতন বিরোধী বিভিন্ন আইন পোস্টারে লিখে প্রদর্শন করতে পারে।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - গ : যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি থেকে রক্ষার উপায় — সময় : ১৫ মিনিট

- ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়?
- যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল কী কী? দলগত আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন
- সবকটি দলের আলোচনা শেষে যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি মোকাবেলায় কৌশল উপস্থাপন করবেন
- যৌন নির্যাতন ঝুঁকি হ্রাসে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি কী হওয়া উচিত প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন
- যৌন নির্যাতনকারী সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কী ধরনের স্লোগান হতে পারে তা আলোচনা করে চিহ্নিত করবেন।

সহায়ক তথ্য :

যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল :

- বিপদ থেকে বাঁচতে চিৎকার করতে হবে
- কাছের লোকের আচরণ খারাপ হলে বাবা-মাকে বলতে হবে
- যৌন নির্যাতনের কথা আপনজনকে বলতে হবে
- গোপনে কারও উপহার গ্রহণ করা যাবে না
- বিপদ থেকে রক্ষা পেতে না বলতে হবে
- অপরিচিত কারও সাথে ভাববিনিময় না করা
- নির্জনস্থানে একাকী না যাওয়া
- দুষ্ট সমবয়সী বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে থাকা।

সহায়ক তথ্য :

উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি :

- খোলামেলা আলোচনা করা
- যৌন নির্যাতন বিষয়ে সচেতন করে তোলা, যেমন–
  - → নির্যাতনকারীদের চিহ্নিত করা, সতর্ক করা
  - → পিতামাতার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক
  - → সচেতনতামূলক সভা, পোস্টার, আলোচনা।

যৌন নির্যাতনকারী সম্পর্কে স্লোগান :

- যৌন নির্যাতনকারী পশুর সমান
- দুষ্ট ও নষ্ট লোকের হাত থেকে দূরে থাক
- নির্যাতনের ঘটনায় আর রবোনা চুপ

  লজ্জা পাবে খারাপ লোক শাস্তি হবে খুব
- কাছে আমার দুষ্ট লোক বুঝতে যদি পারি

  দৌঁড়ে আমি পালিয়ে যাব, করব না তো দেরি,
- নির্যাতনকারীকে আইনের হাতে তুলে দাও
- স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা আমার অধিকার
- আমার আছে **'না'** বলার অধিকার
- যৌন নির্যাতনের শাস্তি চাই মৃত্যুদণ্ড

মূল্যায়ন — সময় : ০৫ মিনিট

প্রশ্ন করে জেনে নিন :

- পরিবার/সমাজে শিশুরা কীভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তার দু-একটি উল্লেখ করুন
- যৌন নির্যাতনের ২টি কারণ উল্লেখ করুন
- যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর কী করা উচিত? ২টি করণীয় উল্লেখ করুন
- যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি মোকাবেলার দু-একটি কৌশল বলুন

সার সংক্ষেপ — সময় : ০৩ মিনিট

যে সমস্ত কারণে শিশু যৌন নিপীড়ন বা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তা মোকাবেলায় কৌশল চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি শিশু যাতে যৌন নির্যাতনকারীদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে পারে এজন্য কিছু স্লোগানের মাধ্যমে তা অবহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিশুর বেড়ে ওঠার পথে যে সমস্ত সমস্যা বিরাজমান সে সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন — সময় : ০২ মিনিট

এ অধিবেশনে প্রশিক্ষক কতটা সফলতার সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরতে পেরেছেন তা পর্যালোচনা করবেন। প্রয়োজনে আরও কিছু সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত উপস্থাপনের কিছু দিক চিহ্নিত করবেন। শিক্ষর্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করে পরবর্তীতে ঘাটতি দূরীভূত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকবেন।

কর্মঅধিবেশন ০৪

০৪:১৫ - ০৫:০০

শিরোনাম : যৌন হয়রানি এবং শোষণ

শিখনফল	**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা** ▪ যৌন হয়রানি এবং শোষণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ▪ যৌন হয়রানি এবং শোষণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে ▪ যৌন শোষণের ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবে ▪ যৌন হয়রানি এবং শোষণ থেকে রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
বিষয়বস্তু	ক. যৌন হয়রানি এবং শোষণের ধারণা খ. যৌন হয়রানি এবং শোষণের কারণ গ. যৌন শোষণের ক্ষেত্র ঘ. যৌন হয়রানি এবং শোষণ থেকে রক্ষার উপায়।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত কাজ, ভূমিকাভিনয়।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, মাসকিন টেপ, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিডিও চিত্র/ ভিডিও ক্লিপ।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	▪ যৌন হয়রানি এবং শোষণের ধারণা বিষয়ে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের হার্ড এবং সফ্‌ট কপি সংরক্ষণে রাখা ▪ যৌন হয়রানি/ শোষণ বিষয়ে বাস্তব কোনো ঘটনা বা কেইস সমীক্ষার সফ্‌ট কপি সংরক্ষণে থাকা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা ▪ শিশু, কিশোর-কিশোরীর যৌন হয়রানি/ শোষণ সংক্রান্ত কোনো ভিডিও ক্লিপ বা স্থির চিত্রের সফ্‌ট কপি সংরক্ষণে রাখা এবং প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকা ▪ নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের জন্য উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে প্রস্তুত রাখা ▪ ভূমিকাভিনয়ের জন্য ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর ৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের কদমের টঙয়ের ফাঁদ নাটিকা প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত রাখা ▪ অধিবেশন শেষে মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নপত্র প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - ক : যৌন হয়রানি ও শোষণের ধারণা — সময় : ১০ মিনিট

- পারিবারিক/সামাজিক পরিবেশে শিশু কীভাবে যৌন হয়রানি ও শোষণের শিকার হয় তা প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন
- যৌন হয়রানি ও শোষণের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করবেন
- ভিডিও দেখে যৌন হয়রানি ও শোষণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে এ সম্পর্কে ধারণা নিবেন
- যৌন হয়রানি ও শোষণের শিকার শিশুর প্রতি পরিবার/সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ হওয়া উচিত তা আলোচনা করে চিহ্নিত করবেন
- শিশু সুরক্ষা শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে (৬ষ্ঠ-৮ম) যৌন নির্যাতন বিষয়ে যে বিষয়বস্তু রয়েছে তা উপস্থাপন এবং আলোচনা করবেন
- যৌন হয়রানি ও শোষণ বন্ধে পরিবার/বিদ্যালয়/পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দায়িত্ব কী হতে পারে তা চিহ্নিত করবেন

সহায়ক তথ্য :

যৌন হয়রানি

যৌন হয়রানি হলো একজন বা একদল ব্যক্তির এমন সব অশোভন ও অশালীন আচরণ যা অন্যের স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা দেয় এবং মানসিক ক্ষতিসাধন করে। কখনো কারও উদ্দেশ্যে যৌন বিষয়ক কোনো কথা, মন্তব্য লিখে বা বলে উত্যক্ত করলে এ ধরনের আচরণকে যৌন হয়রানি বলা যেতে পারে। আবার যৌন ইঙ্গিত দেয় এমন কোনো অঙ্গভঙ্গি করার মাধ্যমে উত্যক্ত করাও যৌন হয়রানি। অনেক সময় ইঙ্গিতে, মন্তব্যে যৌন বিষয়ক প্রশ্ন করে অস্বস্তি বা লজ্জায় ফেলা বা ফেলার চেষ্টা করাও যৌন হয়রানি।

বৃষ্টির দিনে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বখাটেরা গাছের আড়ালে ওৎ পেতে রয়েছে

যৌন শোষণ :

যৌন শোষণকারী বহু ধরনের প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব প্রতারক শিশু, কিশোর-কিশোরীর আবেগীয় জায়গাগুলোতে ভালোভাবে কথা বলে আকৃষ্ট করে। পরে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা কিংবা ভয়ভীতিসহ বহু কৌশলের মাধ্যমে যৌন শোষণ করে। যৌন শোষণকারী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনোভাবে শোষিতের পরিচিত বা তার সাথে যোগাযোগ থাকে। শিশু, কিশোর-কিশোরীরা কোনোভাবেই বুঝতে পারে না কখন তার জীবনে অঘটন ঘটে যাচ্ছে।

চাকরির প্রলোভন দেয়া হচ্ছে

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - খ : যৌন হয়রানি বা শোষণের কারণ **সময় : ১০ মিনিট**

- সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে কারা যৌন হয়রানি বা শোষণের জন্য দায়ি তা নিয়ে প্রতিটি দলে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন।
- কারা বেশি যৌন শোষণের শিকার হচ্ছে তা প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন।
- সম্ভব হলে উল্লিখিত বিষয়ে ভিডিও চিত্র বা ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করবেন।
- যৌন হয়রানি এবং শোষণের কারণসমূহ ভিন্নভাবে চিহ্নিত করবেন।

সহায়ক তথ্য :	
যৌন হয়রানি : ▪ এ ধরনের হয়রানির মূলে রয়েছে সমাজের এক শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল বা বখাটে প্রকৃতির মানুষ। ▪ প্রতিবেশী ▪ অপরিচিতজন	**যৌন শোষণ :** ▪ কল-কারখানার মালিক, সহকর্মী ▪ পরিচিতজন ▪ কর্মস্থল ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
যৌন হয়রানির কারণ : ▪ যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারের সৃষ্টি ▪ সন্তানদের সময় না দেওয়া ▪ অপরিচিত প্রতিবেশী ▪ স্যাটেলাইটের অপব্যাবহার ▪ কুরুচিপূর্ণ সিনেমা ও ছবি ▪ ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার ▪ বস্তি সমস্যা ▪ ধনবান বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দাপট ▪ বখাটেদের দৌরাত্ম্য	**যৌন শোষনের কারণ :** ▪ দারিদ্র্য ▪ অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ▪ শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ না হওয়া ▪ মূল্যবোধ গড়ে না ওঠা ▪ প্রতারণার ফাঁদ ▪ আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা ▪ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে আশ্রয় ▪ সচেতনতার অভাব ▪ শিক্ষার অভাব

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - গ : যৌন শোষণের ক্ষেত্র **সময় : ১০ মিনিট**

- যৌন শোষণের ক্ষেত্রসমূহ কী কী? জোড়ায়/দলগত আলোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করবেন।
- সবকটি দলের কাজের ফলাফল সমন্বয় করে যৌন শোষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা করবেন।
- যৌন শোষণকারী কীভাবে যৌন শোষণের কৌশল গ্রহণ করে থাকে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন।
- ৮ম শ্রেণির ১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কদমের টঙয়ের ফাঁদ নাটিকা অবলম্বনে ভূমিকাভিনয় করাবেন।

সহায়ক তথ্য

যৌন শোষণের ক্ষেত্রসমূহ :

বিভিন্ন কারখানা যেমন-

- বিড়ি
- পোশাক শিল্প
- নুডুলস তৈরির কারখানা
- চুড়ি তৈরি
- জুতা তৈরি
- চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা
- বাড়ির মালিক
- চাকরিদাতা (যেমন- ট্রাভেল এজেন্ট, ক্লিনিক ব্যবসা, হোটেল ব্যবসা, বিউটি পার্লার প্রভৃতি)
- অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী
- বাস বা ট্রেন স্টেশন
- কৃষি খামার
- পতিতালয়
- চলচ্চিত্র কারখানা

সুপারির ব্যবসার টঙঘর

কদমের টঙয়ের ফাঁদ:

কদম সুপারির ব্যবসা করত। কাঁচা সুপারি বাজার থেকে কিনে এনে পঁচিয়ে রোদে শুকাত। রোদে শুকানোর পরে তা ছিলে বাজারে বিক্রি করত। এ কাজে সে শিশু কিশোর ও কিশোরীদের নিয়োগ করত। সুপারি রোদে শুকানোর সময় সে এসব শিশু, কিশোর-কিশোরীদের তার টঙ ঘরে আরাম করতে বলত। একদিন দুপুরে জরিনা ও কুলসুম তার টঙ ঘরে বসেছিল, এমন সময় কদম তাদের কাছে বসে এবং গল্প শুরু করে। গল্পের মাঝে সে যৌন বিষয়ক উত্তেজনাপূর্ণ গল্প বলতে থাকে। এমন রসালো গল্প বলে যে, জরিনা ও কুলসুম উঠতে পারে না।

সামাদ, জরিনা ও কুলসুমদের সাথে কাজ করত। একদিন সামাদকে অন্য একটা ফরমাস দিয়ে জরিনা ও কুলসুমকে কাছে

নিয়ে সে আরাম করে গল্প জুড়ে দেয়। এক পর্যায়ে জরিনাকে তার কাছে বসতে বলে এবং গল্পের সাথে মিলিয়ে যৌন বিষয়ক ছবি দেখাতে থাকে। কুলসুম ও জরিনা বয়সের কারণে এসব ছবি দেখতে থাকে। এমন এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে, কিশোরী দুটি কিছু বোঝার পূর্বেই কদম তার উদ্দেশ্য পূরণ করে। তাদের জীবনের এ চরম ঘটনা যাতে কেউ না জানতে পারে এজন্য হুশিয়ার করে দেয়। এসময় তাদের হাতে টাকা গুজে দেয়। এভাবে নানা প্রতারণার ছলে কদম তাদের বারবার ব্যবহার করে। কদম তার বন্ধুদের নিয়ে এসেও এভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করত। প্রতারণার শিকার এক শিশু এ ঘটনা তার বাবা-মাকে বলে। প্রতারিত শিশুটির বাবা উপযুক্ত প্রমাণসহ নিকটস্থ থানায় লিখিত অভিযোগসহ মামলা দায়ের করেন। ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে কদমের বিরুদ্ধে এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তাকে গণধোলাই দিয়ে থানায় সোপর্দ করে।

কর্মপদ্ধতি

পর্ব - ঘ : যৌন হয়রানি ও শোষণ থেকে রক্ষার উপায় — সময় : ০৭ মিনিট

- শিশু সুরক্ষা শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে সুরক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল কোনটি? জোড়ায়/দলে আলোচনা করে চিহ্নিত করবেন।
- কেন শিশুরা যৌন হয়রানি এবং শোষণের শিকার হচ্ছে? প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন।
- যৌন হয়রানি ও শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিশুর করণীয় সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন।
- দলগুলোকে যৌন হয়রানি ও শোষণ থেকে রক্ষার উপায় সম্বলিত একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন।
- গুরুত্বসহকারে তালিকায় বর্ণিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করবেন।

সহায়ক তথ্য

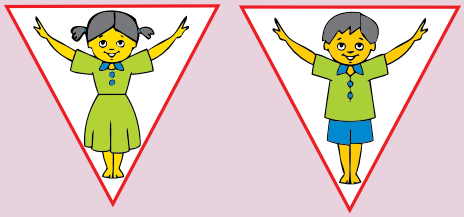

শরীরের সীমানা

দু'হাত দিয়ে তৈরি ত্রিভুজ আকার
সেইতো শরীরের সীমানা সবার।

- যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য সচেতন থাকতে হবে।
- এ ধরনের পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে।
- অপরিচিত বা অযাচিত ব্যক্তির সাহায্য প্রত্যাখ্যান করতে হবে।
- নির্জন রাস্তায় একাকী চলাচল থেকে বিরত থাকতে হবে।
- না বলতে পারা।
- গোপনে কারও দেওয়া উপহার গ্রহণ করা যাবে না।
- বিপদ থেকে বাঁচতে চিৎকার করতে হবে।
- দুষ্ট সমবয়সী বন্ধুদের এড়িয়ে চলা।

মূল্যায়ন : — সময় : ০৩ মিনিট

প্রশ্ন করে জেনে নিন :

- শিশুরা কীভাবে যৌন শোষণের শিকার হচ্ছে ২/৩টি ক্ষেত্র উল্লেখ করুন।
- যৌন হয়রানি ও নির্যাতন প্রতিরোধে কোন কোন দক্ষতা অর্জন করা উচিত? (১/২টি চিহ্নিত করে দেখান)
- যৌন নির্যাতন, হয়রানি এবং শোষণ বন্ধে সমাজের দায়িত্ব কী? (১/২টি উল্লেখ করুন)
- শিশু সুরক্ষা শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে তা যৌন হয়রানি, নির্যাতন এবং শোষণের হাত থেকে শিশুকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সহায়ক কি না?

সারসংক্ষেপ : — সময় : ০৩ মিনিট

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশুর অধিকার বিষয়টি সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে। শিশুর কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। যেমন : বেঁচে থাকার অধিকার, নির্যাতন ও শোষণ থেকে নিরাপদ থাকার অধিকার, পূর্ণমাত্রায় বিকাশের অধিকার। শিশুর এ অধিকার রক্ষায় পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজের গুরুত্ব ও দায়িত্ব রয়েছে। যে কোনো ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায়। যৌন নির্যাতন একটি সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর বিষয়। এ পাঠের মাধ্যমে আমরা নানাভাবে সে বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করেছি। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশু সবকিছু জানবে, বুঝতে চেষ্টা করবে এবং পরিস্থিতি মোকাবেলা করার দক্ষতা অর্জন করবে। অর্থাৎ যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে শিশুর ক্ষমতায়নই হচ্ছে মূল লক্ষ্য।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন — সময় : ০২ মিনিট

অধিবেশন শেষে নিজেকে প্রশ্ন করুন, যৌন হয়রানি এবং শোষণের মতো সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর বিষয়টি যথাযথভাবে বা ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ হয়েছে কিনা। কোনো ঘাটতি বা দুর্বলতা চিহ্নিত করে সফলতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকবেন। শিশুকে সক্ষম করে তোলাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে পুনর্মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবেন।

দ্বিতীয় দিবস — প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

কর্মঅধিবেশন ০১

০৯:৩০-১০:১৫

শিরোনাম : যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি

শিখনফল	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ ▪ যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	▪ যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, দলীয় কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, জোড়ায় কাজ, মাথা খাটানো।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ভিডিও ক্লিপ, পেপার কাটিং. ছবি/চিত্র/সারণি. যৌন নির্যাতন অংশের শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ সামগ্রী।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	▪ প্রশিক্ষক যৌন হয়রানির ঘটনার কোনো কেস-স্টাডি সঙ্গে রাখবেন ▪ শিশু ও নারী নির্যাতন বিরোধী আইন এর লিখিত কপি সঙ্গে রাখা ▪ বিভিন্ন ধরনের যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও প্রতারণার পেপার কাটিং সংরক্ষণ করে তা প্রশিক্ষণকালীন সাথে রাখা ▪ ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ও এনসিটিবি'র যৌথ উদ্যোগে উন্নয়নকৃত শিশু সুরক্ষা শিক্ষা শিক্ষাক্রমের সংশ্লিষ্ট অংশের ডকুমেন্ট সাথে রাখা ▪ নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে তা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা ▪ প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য কার্যকর উপকরণ পূর্বেই প্রস্তুত করে তা সঙ্গে রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : যৌন নির্যাতন পরিস্থিতির বর্ণনা — সময় : ৩০ মিনিট

- প্রশিক্ষক যৌন নির্যাতনের একটি সাধারণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ পারস্পরিক আলোচনার বা মতবিনিময়ের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের পরিস্থিতি চিহ্নিত করবেন।
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষাণার্থীদের নিজের জানা যৌন নির্যাতনের কোনো পরিস্থিতি লিখে পোস্টবক্সে রাখতে বলবেন।
- পোস্টবক্সে রাখা পরিস্থিতিসমূহের সারসংক্ষেপ তৈরি করে উপস্থাপন করবেন।

সহায়ক তথ্য :

- বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব দেশেই যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। শিশু কিশোর-কিশোরীদের ওপর যৌন নির্যাতনের মাত্রা পৃথিবীর সব দেশেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামে বা শহরে সব জায়গায় যৌন নির্যাতনের ঘটনা এখন আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশু কিশোর-কিশোরীরা পরিবারের অভ্যন্তরে যেমন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তেমনি পরিবারের বাইরে সমাজে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, চাকুরিস্থলেও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পরিবারের সদস্য, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, সহকর্মী, চাকরিদাতা, আশ্রয়দাতা, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধবী, সহপাঠী, অপরিচিত লোক ইত্যাদি নানা ধরনের মানুষের দ্বারা শিশু, কিশোর-কিশোরীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নানা কারণে পরিবারে, সমাজে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, চাকরিস্থলে যৌন নির্যাতনরে ঘটনা ঘটে থাকে।

- বাংলাদেশে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে যথাযথ আইন রয়েছে। কিন্তু তারপরও যৌন নির্যাতনের ঘটনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোবাইল কোর্টকে যৌন নির্যাতনের অপরাধীকে ১০ বছর পর্যন্ত জেল দেওয়া অথবা ৫০,০০০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। যৌন হয়রানি নারীর জন্য মানবাধিকারের চরম লংঘন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকরিস্থলে যৌন হয়রানি আইনের চোখে অপরাধ। এসব জায়গায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের দায় কর্তৃপক্ষের। কোনো ঘটনা ঘটলে শাস্তি বিধান রাখা।
- বাংলাদেশ পুলিশ প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রায় ১৩০০ মামলা হয়েছে। কিন্তু সিংহভাগ অপরাধী ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে।
- যৌন হয়রানির শিকার শিশু, কিশোর-কিশোরীদের ওপরই সমাজ অনেক ক্ষেত্রে বেশি বিবেচনাহীন হয়ে পড়ে। নির্যাতিত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের মা-বাবা বা প্রতিবেশী তাদের সন্তানকে দোষী ভেবে বসে। অনেক সময় অভিভাবকরা তার মেয়েকে বাল্য বয়সেই বিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়ে পড়ে। অনেক সময় আক্রান্ত শিশু, কিশোর-কিশোরী তার পরিবারের কথা ভেবে নিজের নির্যাতনের কথা কাউকে বলা থেকে বিরত থাকে বা নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্ঠা করে। যদি সংযত রাখা সম্ভব না হয় তখন নিজের ক্ষতি করার মতো সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলে।
- নির্যাতনকারী সাধারণত সমাজে প্রভাবশালী হয়।
- নির্যাতনকারীকে নয় বরং নির্যাতিতকেই সমাজ বেশি ঘৃণার চোখে দেখে।

মূল্যায়ন : সময় : ১০ মিনিট

১। গ্রামে ও শহরে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা কীরূপ যৌন নির্যাতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তা ব্যাখ্যা করুন।
২। আইন অনুযায়ী যৌন নির্যাতনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাস্তি কী তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ সময় : ০৩ মিনিট

পৃথিবীর নানা দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশু, কিশোর-কিশোরীর ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। পরিবারের সদস্য দ্বারা যেমন এ নির্যাতন হচ্ছে তেমনি পরিবারের বাইরের কারো দ্বারাও যৌন নির্যাতন হয়ে থাকে। যৌন নির্যাতন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সমাজের সকলের সজাগ থাকতে হবে। রাষ্ট্র যৌন নির্যাতন বন্ধে নানামুখী চেষ্টা করে যাচ্ছে। যৌন নির্যাতন নির্মূলে সরকার কঠোর আইন করেছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমেও সরকার যৌন নির্যাতনের শাস্তি প্রদানের চেষ্টা করছে।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন সময় : ০২ মিনিট

১. প্রশিক্ষকের সবলদিকসমূহ উল্লেখ করুন।
২. প্রশিক্ষকের অধিবেশন পরিচালনার দুর্বলসমূহ কী তা বলুন।
৩. প্রশিক্ষণ অধিবেশনটি কীভাবে আরও ভালো ও উপযোগী করা যেতো তা ব্যাখ্যা করুন।

কর্মঅধিবেশন ০১
১০:১৫-১১:০০
শিরোনাম : যৌন হয়রানি ও শোষণ পরিস্থিতি

শিখনফল	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ • যৌন হয়রানি ও শোষণ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	• যৌন হয়রানি ও শোষণ পরিস্থিতি।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, দলীয় কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, জোড়ায় কাজ, মাথা খাটানো।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ভিডিও ক্লিপ, পেপার কাটিং. ছবি/চিত্র/সারণি. শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ সামগ্রীর যৌন নির্যাতন অংশ।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	• প্রশিক্ষক যৌন হয়রানি ও শোষণের কোনো ঘটনার কেস-স্টাডি সঙ্গে রাখবেন • শিশু ও নারী নির্যাতন বিরোধী আইন এর লিখিত কপি সঙ্গে রাখবেন • বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানি ও শোষণের পেপার কাটিং সংরক্ষণ করে তা প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখবেন • ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ও এনসিটিবি'র যৌথ উদ্যোগে উন্নয়নকৃত শিশু সুরক্ষা শিক্ষা শিক্ষাক্রমের সংশ্লিষ্ট অংশের ডকুমেন্ট সাথে রাখবেন • নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে তা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখবেন • প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য কার্যকর উপকরণ পূর্বেই প্রস্তুত করে সঙ্গে রাখবেন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : যৌন হয়রানি ও শোষণ পরিস্থিতির বর্ণনা **সময় : ৩০ মিনিট**

- সমাজ জীবনে প্রতিদিন যৌন হয়রানি ও শোষণের ঘটনাকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেছে তা প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট জানতে চাওয়া
- কোনো বিশেষ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা
- কোনো ঘটনা প্রদর্শন করে এর কোনটি যৌন হয়রানি আর কোনটি শোষণ তা চিহ্নিত করতে বলা
- যৌন হয়রানি ও শোষণ পরিস্থিতির উপর ভিডিও ক্লিপ/পেপার কাটিং দেখানো
- কোন কোন ক্ষেত্র/পরিস্থিতিতে যৌন হয়রানি এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে যৌন শোষণের আশংকা থাকে এর তালিকা তৈরি করা (দলীয় কাজ)
- দলীয় কাজ উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা

সহায়ক তথ্য:

- বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহর জীবনে যৌন হয়রানি ও শোষণের পরিস্থিতি জটিল। আমরা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখতে পাই গ্রামের শিশু কিশোরীরা স্বাধীনভাবে স্কুলে যেতে পারছে না। বাড়ির কাছে মাঠে পর্যন্ত খেলাধুলা করতে পারছে না। কোনো কোনো গ্রামে যৌন হয়রানিকারীরা রাস্তাঘাটে ওৎ পেতে থাকে, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে, যৌনতা বিষয়ক নোংরা কথা বলে, বিশেষ উদ্দেশ্যে দেওয়ালে নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ কথা লিখে রাখে। দেওয়ালে বাজে ছবি আঁকে, বিভিন্ন নামের বিপরীতে মন্তব্য লিখে হয়রানি করে।
- আমরা পত্রিকা খুললে আরও দেখতে পাই ছোট ছোট শিশু, কিশোর-কিশোরীরা হারিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের শিশু ছাড়াও রেল স্টেশনে এবং বাস স্টেশনে অবস্থানরত পথ শিশুরাও এ ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়। বাড়ি থেকে অভিমান করে চলে যাওয়া শিশু, কিশোর-কিশোরীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। প্রতি বছর কত সংখ্যক শিশু, কিশোর-কিশোরী যৌন হয়রানির শিকার হয় তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই।

- আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছর সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ঘটে থাকে। এ সময়ে অধিক ঝুঁকিতে থাকে আমাদের দেশের গ্রামীণ এলাকার শিশু, কিশোর-কিশোরীরা। সুযোগ সন্ধানী বখাটেরা এমন পরিস্থিতিতেও এ ধরনের নির্যাতন করে থাকে।
- আমাদের দেশে পোশাক শিল্প প্রসারের সাথে সাথে নারী শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব নারী শ্রমিকের একটা বিরাট অংশ কিশোর-কিশোরী। এদের বসবাস ও যাতায়াতের পথ সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। তারা কারখানার ভেতরেও নিরাপদ নয়। নানা ধরনের কৌশল ও ছলছাতুরির দ্বারা এরা প্রতিনিয়ত যৌন হয়রানি ও নির্যাতিত হচ্ছে। কখনও কখনও এসব শিশু, কিশোর-কিশোরীরা যৌন শোষণেরও শিকার হচ্ছে। আমাদের দেশে এর সংখ্যাও কম নয়।

মূল্যায়ন : সময় : ১০ মিনিট

১। গ্রামীণ জীবনে যৌন হয়রানির ২টি পরিস্থিতি বর্ণনা করুন।
২। কর্মরত নারী শ্রমিক কেন যৌন হয়রানি ও শোষণের শিকার হচ্ছে?

সার সংক্ষেপ: সময় : ০৩ মিনিট

গ্রাম ও শহর সর্বত্রই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে থাকে। স্কুলে যাতায়াতের সময়, বাড়ির আঙিনার আশে পাশে, খেলার মাঠে কিশোর-কিশোরীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। শহরে পোশাক কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকেরা বসবাসের স্থলে, কারখানায় যাতায়াতের সময়, এমনকি কারখানায় অবস্থান কালেও যৌন হয়রানি ও শোষণের শিকার হয়ে থাকে।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন: সময় : ০২ মিনিট

১. প্রশিক্ষকের সবলদিকসমূহ বলতে বলুন।
২. অধিবেশন পরিচালনার দুর্বলদিক কী ছিলো তা একজন প্রশিক্ষণার্থীকে বলতে বলুন।
৩. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আরও ভালো করার জন্য কী কী করলে ভালো হতো তা বলতে বলুন।

কর্মঅধিবেশন ০২
১১:৩০-০১:০০
শিরোনাম : যৌন নির্যাতনের প্রভাব

শিখনফল	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ • যৌন নির্যাতনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন • যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারবেন • যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন • প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রত্যাশিত আচরণ করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	• যৌন নির্যাতনের প্রভাব • যৌন নির্যাতনের প্রভাবের নানা দিক • প্রতিকূল পরিস্থিতির ধারণা।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, দলীয় কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, জোড়ায় কাজ, মাথা খাটানো।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ভিডিও ক্লিপ, পেপার কাটিং. ছবি/চিত্র/সারণি. যৌন নির্যাতন অংশের শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ সামগ্রী।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	• যৌন নির্যাতনের প্রভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের ওপর যে প্রভাব পড়ে সে বিষয়ের পাঠ বা কোনো কাহিনি নিজের সঙ্গে রাখা • শিশু ও নারী নির্যাতন বিরোধী আইন এর লিখিত কপি সঙ্গে রাখা • যৌন নির্যাতনের প্রভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের ওপর যে প্রভাব পড়ে সে বিষয়ক পেপার কাটিং সংরক্ষণ করে তা প্রশিক্ষণকালীন সাথে রাখা • ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ও এনসিটিবি'র যৌথ উদ্যোগে উন্নয়নকৃত শিশু সুরক্ষা শিক্ষা শিক্ষাক্রমের সংশ্লিষ্ট অংশের ডকুমেন্ট সাথে রাখা • সংশ্লিষ্ট পাঠ উপযোগী কোনো ঘটনা বা কেস-স্টাডি পূর্বেই তৈরি করে তা সঙ্গে রাখা • নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে তা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা • প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য কার্যকর উপকরণ পূর্বেই প্রস্তুত করে তা সঙ্গে রাখা

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : যৌন নির্যাতনের প্রভাব বর্ণনা সময় : ৭৫ মিনিট

- যৌন নির্যাতনের শিকার হলে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের ওপর যে প্রভাব পড়ে প্রশিক্ষক তা উপস্থাপন করবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের ধারণা সুসংহত করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীগণ পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করবেন জোড়া/দলগত কাজ)।
- এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো বাস্তব ঘটনা বা গল্প ব্যক্ত করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীগণ দলগতভাবে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের ওপর যৌন নির্যাতনের প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন করবেন।
- যৌন নির্যাতন থেকে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা কীভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করবে তার উপায় চিহ্নিত করতে বলবেন (একক কাজ)।
- প্রত্যেকের কাজ সমন্বয় করে পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি ও উপস্থাপন করতে বলবেন।

সহায়ক তথ্য :

সাধারণভাবে যৌন নির্যাতন হলো শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী, মানসিক রোগে অসুস্থ কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তার সম্মতি ব্যতিত তাকে ধর্ষণ বা যৌন পীড়নে তার শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তার যৌন ইচ্ছা পূরণের জন্য কোনো শিশুকে জোরপূর্বক ও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা সুকৌশলে ব্যবহার করে তাকে ধর্ষণ বা যৌন পীড়নে তার শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন । সাধারণত যৌন নির্যাতনকারী ব্যক্তিটি কোনো কৌশলের মাধ্যমে অথবা কিছু দেওয়ার কথা বলে অথবা জোরপূর্বক শিশুটিকে নিজের যৌন-ইচ্ছা কাজে সংশ্লিষ্ট করে। যৌন নির্যাতিত শিশু কিশোর-কিশোরীর ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। যৌন নির্যাতনের প্রভাব একেক শিশুর মাঝে একেকভাবে পড়তে পারে। এর প্রভাব সাধারণত শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে পড়তে পারে। যৌন নির্যাতনের বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যে শিশু এর শিকার হয় সে মানসিকভাবে এতোই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। কেউ কেউ সারা জীবন মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও প্রতারণার প্রভাবে যে শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে তারমধ্যে নিপীড়িতের যৌনাঙ্গে বা অন্যান্যস্থানে ক্ষত, রক্তপাত, পরিবারের সদস্যের দ্বারা মারধর, যৌনরোগ, অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত ইত্যাদি নানা সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। তাছাড়া সমাজের বা পরিবারের সদস্যদের অসচেতনতায় তারা আক্রান্ত শিশুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তারা মনে করতে পারে শিশুটিরই দোষ। এমন কি নিপীড়িত পরিবারকেও সমাজের অন্যরা দোষী ভাবতে পারে। ফলে সেই পরিবার বা আক্রান্ত শিশুর মনে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা জন্মে যা পরবর্তীতে তাদের স্বাভাবিক আচরণে বিচ্যুত আচরণের জন্ম দিতে পারে। সাধারণত যৌন নির্যাতনের প্রভাব দুই ধরনের হয় : শারীরিক ও মানসিক।

যৌন নির্যাতনের প্রভাব নিম্নরূপ :

ক. সাধারণভাবে যৌন নির্যাতনে আক্রান্ত শিশু ভয় ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

খ. এ ভয় ও আতঙ্ক থেকে শিশুর ভয়ের প্রতিক্রিয়া (ফবিক রিয়াকশন) দেখা দিতে পারে।

গ. যৌন নির্যাতনের প্রভাবে শিশুর নানা শারীরিক সমস্যা দিতে পারে, যেমন : বদ হজম, বমি বমি ভাব, অপুষ্টি প্রভৃতি।

ঘ. শিশুর মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, যেমন : খিটখিটে মেজাজ, একাকীত্ব মনোভাব, অন্ধকারে ভালো লাগা, কাজে অমনোযোগিতা প্রভৃতি।

ঙ. কোনো শিশু মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে পারে।

চ. যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও প্রতারণার প্রভাবে কোনো শিশু অপমান ও লজ্জা সহ্য করতে না পেরে নিজের ক্ষতি হয় এমন কাজও করে ফেলতে পারে।

ছ. যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও প্রতারণার শিকার শিশুর ওপর সামাজিক ক্ষতিও ব্যাপক।

মূল্যায়ন : সময় : ১০ মিনিট

১। যৌন নির্যাতনে আক্রান্ত হওয়ার ফলে শিশু, কিশোরদের ওপর শারীরিক যে প্রভাব পড়ে তা লিখুন।
২। যৌন নির্যাতনে কারণে শিশু, কিশোরদের ওপর যে মানসিক প্রভাব পড়ে তা লিখুন।

সার সংক্ষেপ: **সময় : ০৩ মিনিট**

যৌন নির্যাতনের ফলে শিশু, কিশোরদের ওপর নানামুখী ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এ প্রভাব শারীরিক মানসিক উভয় রকম হতে পারে। শারীরিক সমস্যা যেমন : বদ হজম, বমি বমি ভাব, অপুষ্টি প্রভৃতি। মানসিক সমস্যা যেমন : খিটখিটে মেজাজ, একাকীত্ব মনোভাব, অন্ধকারে ভালো লাগা, কাজে অমনোযোগিতা প্রভৃতি।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন: **সময় : ০২ মিনিট**

১. প্রশিক্ষকের সবলদিক কী কী ছিলো তা উল্লেখ করতে বলুন।
২. প্রশিক্ষকের দুর্বলদিকসমূহ একজন প্রশিক্ষণার্থীকে বলতে বলুন।
৩. প্রশিক্ষণটি কীভাবে আরও ভালো করা যেতো তা উল্লেখ করতে বলুন।

কর্মঅধিবেশন ০৩
০২:০০-০৩:৩০
শিরোনাম : যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব

শিখনফল	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ : • যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন • যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হবেন।
বিষয়বস্তু	• যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব • যৌন হয়রানি ও শোষণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া বিষয়ক পাঠ।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, দলীয় কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, জোড়ায় কাজ, মাথা খাটানো।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ভিডিও ক্লিপ, পেপার কাটিং. ছবি/চিত্র/সারণি. যৌন হয়রানি ও শোষণ অংশের শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ সামগ্রী।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	• যৌন হয়রানি ও শোষণের কারণে শিশুর ওপর যেসব প্রভাব পড়তে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে সঙ্গে রাখা • শিশু ও নারী নির্যাতন বিরোধী আইন এর লিখিত কপি সঙ্গে রাখা • বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানি বা শোষণের প্রভাব সংশ্লিষ্ট পেপার কাটিং সংরক্ষণ করে তা সাথে রাখা • ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স ও এনসিটিবি'র যৌথ উদ্যোগে উন্নয়নকৃত শিশু সুরক্ষা শিক্ষা শিক্ষাক্রমের সংশ্লিষ্ট অংশের ডকুমেন্ট সাথে রাখা • সংশ্লিষ্ট পাঠ উপযোগী কোনো ঘটনা বা কেস-স্টাডি পূর্বে তৈরি করে সঙ্গে রাখা • নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে তা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা • প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য কার্যকর উপকরণ পূর্বেই প্রস্তুত করে তা সঙ্গে রাখা

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব সময় : ৪০ মিনিট

- প্রশিক্ষক যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাবের একটি সাধারণ ধারণা উপস্থাপন করবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের ধারণা সুসংহত করবেন।
- প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষাণার্থীদের নিজের জানা কোনো ঘটনা বা নিজেদের জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা থাকলে তা লিখে পোস্ট-বক্সে রাখতে বলবেন।
- পোস্টবক্সে রাখা ঘটনাসমূহের সারসংক্ষেপ তৈরি করে আলোচনা করবেন।
- প্রশিক্ষক নিজের সঙ্গে থাকা কোনো যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও প্রতারণার প্রভাবের ভিডিও-ক্লিপ (এক বা একাধিক) দেখাবেন।
- উপস্থাপিত ভিডিও-ক্লিপ থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও প্রতারণার প্রভাবে শিশুর ওপর যে প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে তা দলীয়ভাবে চিহ্নিত করতে বলবেন।

সহায়ক তথ্য :

যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব একেক শিশুর মাঝে একেকভাবে পড়তে পারে। এর প্রভাব সাধারণত শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে পড়তে পারে। যৌন হয়রানি ও শোষণের বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যে শিশু এর শিকার হয় সে মানসিকভাবে এতোই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। কেউ কেউ

সারা জীবন মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাবে যে শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে তারমধ্যে নিপীড়িতের যৌনাঙ্গে বা অন্যান্যস্থানে ক্ষত, রক্তপাত, পরিবারের সদস্যের দ্বারা মারধর, যৌনরোগ, অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত ইত্যাদি নানা সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। তাছাড়া সমাজের বা পরিবারের সদস্যদের অসচেতনতায় তারা আক্রান্ত শিশুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তারা মনে করতে পারে শিশুটিরই দোষ। এমন কি নিপীড়িত পরিবারকেও সমাজের অন্যরা দোষী ভাবতে পারে। ফলে সেই পরিবার বা আক্রান্ত শিশুর মনে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা জন্মে যা পরবর্তীতে তাদের স্বাভাবিক আচরণে বিচ্যুত আচরণের জন্ম দিতে পারে।

যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব নিম্নরূপ :

ক. সাধারণভাবে যৌন হয়রানি ও শোষণে আক্রান্ত শিশু ভয় ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

খ. এ ভয় ও আতঙ্ক থেকে শিশু ভয়ের প্রতিক্রিয়া (ফবিক রিয়াকশন) দেখা দিতে পারে।

গ. যৌন নির্যাতন, হয়রানি ও প্রতারণার প্রভাবে শিশুর নানা শারীরিক সমস্যা দিতে পারে, যেমন : বদ হজম, বমি বমি ভাব, অপুষ্টি প্রভৃতি।

ঘ. শিশুর মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, যেমন : খিটখিটে মেজাজ, একাকীত্ব মনোভাব, অন্ধকারে ভালো লাগা, কাজে অমনোযোগিতা প্রভৃতি।

ঙ. কোনো শিশু মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে পারে।

চ. যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাবে কোনো শিশু অপমান ও লজ্জা সহ্য করতে না পেরে নিজের ক্ষতি হয় এমন কাজও করে ফেলতে পারে।

ছ. যৌন হয়রানি ও শোষণের শিকার শিশুর ওপর সামাজিক ক্ষতিও ব্যাপক।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - খ : যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব **সময় : ৪০ মিনিট**

- সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শিক্ষাক্রমে যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব এর পাঠ বিভিন্ন শ্রেণির কোন কোন পাঠ্যপুস্তকে রয়েছে তা চিহ্নিত করতে বলুন।
- ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স কর্তৃক নির্ধারিত শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রমে যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাবে কী কী ঘটতে পারে তা তালিকাবদ্ধ করে উপস্থাপন করবেন (একক / দলীয়ভাবে)।
- প্রশিক্ষক এনসিটিবির বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাবে শিশুর বা আক্রান্ত শিশুর পরিবাবে যে প্রভাব ফেলে তা যেটুকু দেখানো হয়েছে সেটুকু উল্লেখ করবেন এবং ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স নির্ধারিত শিশু সুরক্ষা পাঠের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে স্বচ্ছ ধারণা দিবেন।

সহায়ক তথ্য :

যৌন হয়রানি ও শোষণের প্রভাব আরও নানা ধরনের হতে পারে। পরিবারের অভিভাবক আক্রান্ত শিশুকেই দোষী ভেবে তাকে শাস্তি দিতে পারে। সমাজের লজ্জা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত ঘটাতে বা ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে। এতে কখনো মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। যৌন হয়রানি ও শোষণের শিকার শিশু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত পরিবারকে একঘরে করে রাখা হতে পারে। সাধারণত শালিস বৈঠকে আক্রান্ত পরিবারকেই বা আক্রান্তকেই দোষী করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সমাজ জীবনে আক্রান্ত পরিবার বা আক্রান্ত শিশু কোনো ধরনের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

ঘটনা : ১

রবির বয়স ১৪। সে ক্লাশ এইটে পড়ে। একদিন তাদের বাড়িতে তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া বেড়াতে আসে। বাড়িতে শোবার ঘরের অভাবে সেই আত্মীয়া তার সাথে রাতে ঘুমায়। মাঝরাতে সেই আত্মীয়া তার যৌনাঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলে রবির ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু সে কিছু বলার সাহস পায় না, লজ্জায়ও কিছু বলতে পারে না। একপর্যায়ে তার বীর্যস্খলন ঘটে। ঘটনার পর থেকে রবি মা-বাবা বা অন্যদের সঙ্গে তেমন স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে না। দিনে দিনে সে বেশ বিষণ্ন হয়ে পড়ে। বাড়িতে কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয় এলে সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ঘটনা : ২

মলির বয়স ১৪।পরিবারের দারিদ্র্যের কারণে সে একটি কোম্পানিতে চাকুরি নিয়েছে। মা-বাবা গ্রামে থাকে। কোম্পানির মালিক

তাকে অফিসের কাজে অতিরিক্ত সুবিধা ও বাড়তি বেতন প্রদানের মাধ্যমে মলির ঘনিষ্ট হয় এবং অনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। পরিণত বয়সে না পৌঁছতেই মলি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কোম্পানির মালিক এক পর্যায়ে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে। মলি যে গর্ভবতী তা প্রায় দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর্যায়ে চলে আসে। এ অবস্থায় মলি সকলের নিকট ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। ফলে সে মানসিক যন্ত্রণা সইতে না পেরে নিজেই নিজেকে কষ্ট দিতে থাকে।

ঘটনা : ৩

কাননের বয়স ১০। সে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। তাকে বাসায় এসে পড়ায় জামিল নামে তাদের এলাকার কলেজের এক ছাত্র। মাঝে মাঝেই জামিল নানা উছিলায় কাননের শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়। এক পর্যায়ে কাননের মনে হতে থাকে জামিল তাকে পড়ার ছলে শরীরে স্পর্শ করে থাকে। সে তার মা-বাবাকে এ কথা বলতে পারে না। কিছুদিন পরে জামিল পড়াতে আসলেও মাঝে মাঝে কানন পড়তে যেতে চায় না বা অসুস্থতার অজুহাত দেখায়। মা-বাবা তেমন গুরুত্ব দেয় না। বার্ষিক পরীক্ষায় কানন পাশ করতে পারে না।

মূল্যায়ন : সময় :০৫ মিনিট

১। যৌন হয়রানি ও শোষণের গুরুত্বপূর্ণ ২টি প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

সার সংক্ষেপ সময় : ০৩ মিনিট

যৌন হয়রানি ও শোষণের ফলে শারীরিক মানসিক উভয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত কিশোর-কিশোরীর মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। শারীরিকভাবে আক্রান্তস্থলে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে, যৌনরোগ হতে পারে। এছাড়া আক্রান্ত কিশোর-কিশোরী অভিভাবক দ্বারা মারধরের শিকার হয়ে থাকে। কখনও কখনও গর্ভবতী হয়ে পড়লে সে অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন সময় : ০২ মিনিট

১. প্রশিক্ষকের সবলদিক কী কী ছিলো?
২. প্রশিক্ষকের অধিবেশন পরিচালনার দুর্বল দিকসমূহ কী ছিলো তা বলতে বলুন।
৩. অধিবেশনটি আরও ভালো করার জন্য কী কী করা যেতো?

কর্মঅধিবেশন ০৪

০৩:৩০ - ০৪:১৫

শিরোনাম : যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ প্রতিরোধে সরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা

শিখনফল	**এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-** • সরকারি সংস্থাসমূহের পরিচিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন • যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ প্রতিরোধে সরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা ব্যাখা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	• যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ প্রতিরোধে সরকারি সংস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, দলগত কাজ ও তা উপস্থাপন, ভিপ কার্ড ও পোস্টার পেপার প্রদর্শন।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া, সহায়ক তথ্য, স্কচ টেপ।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	• সরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের উপর ডকুমেন্টারি ভিডিও'র হার্ডকপি/ সফট্ কপি সংরক্ষণে রাখা • শিখন-শেখানো কর্মপরিকল্পনার চার্ট/ পোস্টার পেপার তৈরি রাখা • নির্দিষ্ট শিখনফল অনুয়ায়ী কর্মপত্র তৈরি করা এবং তা মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : সরকারি সংস্থাসমূহের পরিচিতি সময় : ১০ মিনিট

- প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সেশনের শিখনফল সম্পর্কে অবহিত করে অধিবেশন শুরু করবেন।
- সহায়ক তথ্য পড়ে কোন সমস্যার জন্য কোন সংস্থার থেকে সাহায্য পেতে পারে সেগুলো চিহ্নিত করতে বলুন (একক কাজ)।
- প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় করে তালিকা তৈরি করতে বলুন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - খ : যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ প্রতিরোধে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ও কার্যাবলি সময় : ২০ মিনিট

- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর-এর মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ভিপকার্ড দিয়ে ৩টি সমস্যাকে চিহ্নিত করতে বলবেন এবং এগুলো সমাধানের ১টি উপায় লিখতে বলবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন এবং শোষণ প্রতিরোধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর আইনের ধারা ও শাস্তি পোস্টার পেপারে ৫টি দলে ভাগ করে লিখতে দেবেন।
- শিশু আইন ২০১৩-এর ধারাসমূহ ও শাস্তির বিধান দলে ভাগ করে পোস্টার পেপারে লিখতে দেবেন এবং দলনেতার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সরকারি সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ পোস্টার পেপারে ৫টি দলে ভাগ করে লিখতে বলুন এবং দলের যেকোন একজনকে উপস্থাপন করতে বলুন।
- এ অধিবেশনে আলোচিত বিষয়গুলোর তালিকা তৈরি করতে বলুন এবং যে কোন দুইজন প্রশিক্ষণার্থীকে ফিডব্যাক দিতে বলুন।

ফিডব্যাক : সময় : ০৫ মিনিট

- আজকের আলোচিত বিষয়গুলোর তালিকা করতে বলুন এবং যে কোন দুইজন প্রশিক্ষণার্থীকে ফিডব্যাক দিতে বলুন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করতে বলুন।

মূল্যায়ন : সময় : ০৫ মিনিট

- শিশুরা যৌন নির্যাতনসহ অন্য যে কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হলে কোথায় সাহায্যের জন্য যাবে তা লিখুন।
- যৌন নির্যাতনের যে সকল আইন আছে সেগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ সময় : ০৩ মিনিট

শিশুরা যে কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হলে কার নিকট সাহায্যের জন্য যাবে সে বিষয়ে ধারণা পাওয়া। পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার কৌশল আয়ত্ব করা।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন সময় : ০২ মিনিট

- প্রশিক্ষণ কাজ কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে প্রশিক্ষক তা আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে খুঁজে বের করবেন। তাঁর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কোথায় ঘাটতি /অপূর্ণতা রয়েছে তা চিহ্নিত করে পরবর্তীতে সেগুলো পূরণের ব্যবস্থা নিবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীরাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

সহায়ক তথ্য - ১

সামিয়া হোসেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরে কাজ করেন। তাঁর অফিসে তিনি যে বিভাগে কাজ করেন সেখানে নারী, শিশু ও অসহায়দের সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয়। বিপন্ন কোনো নারী বা শিশুকে প্রয়োজনে আইনি সহায়তাসহ সকল সাহায্য করা হয়। গতকাল অফিস থেকে ফেরার পথে জনাব সামিয়া শুনতে পান যে, তাদের পাড়ার করিম বেপারির মেয়ে আমেনা বখাটেদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ৪/৫ দিন পূর্বে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। আমেনা এখন হাসপাতালে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছে। তিনি আরো জানতে পারেন, বখাটে ছেলেটি প্রভাবশালী পরিবারের হওয়ায় আমেনার বাবা আইনের আশ্রয় নিতে পারছেন না। জনাব সামিয়া আজ অফিসে যাওয়ার পূর্বে আমেনাকে হাসপাতালে দেখতে যান এবং আমেনার বাবা-মার সাথে কথা বলেন। আমেনার বাবা জানান, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে তিনি গিয়েছিলেন কিন্তু তাকে উল্টো ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন যাতে তিনি কোনো অভিযোগ না করেন। তখন সামিয়া হোসেন বলেন, সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ নামে একটি আইন করেছে যার মাধ্যমে সকলকে বিচারের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া যায়। তিনি তখন আমেনার বাবাকে ওই আইনের আওতায় থানায় কেইস করতে বলেন এবং প্রয়োজনে সকল ধরনের সহযোগিতার কথা জানান। আমেনার বাবা তখন জনাব সামিয়ার সাথে থানায় যান এবং বখাটে সনিসহ সবার নামে থানায় এজাহার দায়ের করেন।

সরকারি সহযোগিতার ক্ষেত্র :

- **জেলা সমাজসেবা কার্যালয়:** শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী জেলা, উপজেলায় এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট কর্মকর্তা না থাকলে সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি নির্যাতনের শিকার শিশুর সাক্ষাৎ নিবেন ও সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে তাকে আশ্বস্ত করবেন। সংশ্লিষ্ট অভিযোগ বা মামলা চিহ্নিত করতে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করবেন। প্রয়োজনে শিশুর নিরাপত্তার জন্য শেলটারের ব্যবস্থা করবেন।
- **স্থানীয় পুলিশ ফাড়ি বা থানা:** শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী প্রত্যেক থানায় সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন, তবে শর্ত হলো কোন থানায় নারী সাব-ইন্সপেক্টর কর্মরত থাকলে উক্ত ডেস্ক প্রদানের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলার জন্য পৃথক নথি ও রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবেন।
- তাৎক্ষণিক মানসিক সেবা প্রদান করবেন;
- প্রাথমিক চিকিৎসার এবং প্রয়োজনে ক্লিনিক বা হাসপাতালে প্রেরণ করবেন।
- শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক কার্যালয়: যদি কোন নির্যাতনের শিকার শিশু মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসেন, তবে তাকে সকল ধরনর সহযোগিতা এখানে প্রদান করেন। আইনি সহযোগিতা পাওয়াসহ অন্যান্য সকল সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করা হয়।
- **ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার:** সকল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা/উপজেলা হাসপাতালে এই সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে স্বাস্থ্যসেবাসহ আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আাইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে সহযোগিতা করা হয়।
- উভয়পক্ষের সাথে যোগাযোগ করে সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার প্রদানের চেষ্টা করেন। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও তার পরিবার যাতে কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখেন।

- **ইউনিয়ন পরিষদ নারী নির্যাতন কমিটি:** এই কমিটি নির্যাতনের শিশুর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সমন পাঠান। এবং উভয়পক্ষের শুনানি শেষে সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার প্রদানের চেষ্টা করেন। যদি নির্যাতনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা বিচার না মানে তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে থাকে।

নারী ও শিশু নির্যাতন আইন-২০০০ অনুযায়ী শাস্তি:

- কোনো পুরুষ অবৈধভাবে যৌন কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গে বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করলে তা যৌন নিপীড়ন বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে শাস্তি ন্যূনতম ৩-১০ বছর পর্যন্ত, সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।
- ধর্ষণ বা ধর্ষণের ফলে ধর্ষিতার মৃত্যু হলে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
- কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর সম্ভ্রমহানি করার ফলে যদি সে নারী আত্মহত্যা করে তবে সেই ব্যক্তি অধিক ১০ বছর কিন্তু অন্যূন ৫ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

কর্মঅধিবেশন ০৪

০৪:১৫ - ০৫:০০

শিরোনাম : যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

শিখনফল	**এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ:** • বেসরকারি সংস্থার পরিচিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন • যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	• বেসরকারি সংস্থা ও তার পরিচিতি • যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার নীতি ও কার্যাবলি।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, দলগত কাজ ও উপস্থাপন, ভিপ কার্ড ও পোস্টার পেপার প্রদর্শন।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া, স্কচটেপ, সহায়ক তথ্য।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	• বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের ডকুমেন্টারি বা ভিডিও চিত্রের হার্ডকপি/ সফট্ কপি তৈরি করে রাখবেন • শিখন শেখানো কার্যক্রমের /কর্মপরিকল্পনার চার্ট/ পোস্টার পেপার তৈরি রাখা • নির্দিষ্ট শিখনফল অনুয়ায়ী কর্মপত্র তৈরি করা এবং তা মূল্যায়নের জন্য উপকরণ/ হাতিয়ার প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : বেসরকারি সংস্থা ও তার পরিচিতি **সময় : ১৫ মিনিট**

- প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সেশনের শিখনফল সম্পর্কে অবহিত করে অধিবেশন শুরু করুন।
- সহায়ক তথ্য পড়তে বলুন। কোন সমস্যার জন্য কোন সংস্থা থেকে কীভাবে সাহায্য পেতে পারে সেগুলো চিহ্নিত করতে বলুন (একক কাজ)।
- প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পাদিত কাজ সমন্বিত করুন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - খ : যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণের ক্ষেত্রে প্রতিরোধে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ও কার্যাবলি **সময় : ২০ মিনিট**

- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫/৬ জন করে দলে ভাগ করুন।
- বেসরকারি সংস্থা যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণের ক্ষেত্রে কী কী কাজ করে তার তালিকা দলে আলোচনা করে লিখতে বলুন এবং দলনেতার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন।
- দলীয়ভাবে উপস্থাপিত তালিকা নিয়ে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করুন।
- প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।

সহায়ক-১

শামীমা ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর একজন কর্মী। তিনি মূলত নারী ও শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন। ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স শিশুর বিকাশ, উন্নয়ন এবং বিশেষত শিশুকে যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে একটি শিশুবান্ধব সমাজ তৈরির লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

শামীমা গত পরশু পত্রিকায় একটি খবর পড়ে ভীষণভাবে মর্মাহত হন। সংবাদটি তাদেরই গ্রামের বাড়ি গাজীপুর জেলার। সংবাদটি হলো- ১০ বছরের এক স্কুলগামী ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার পথে বখাটেদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। বখাটেরা প্রভাবশালী পরিবারের হওয়ায় নির্যাতনের শিকার শিশুটির পরিবার কোনো বিচার পাচ্ছে না। প্রভাবশালী সমাজপতিরা শিশুর পরিবারকে সাহায্য না করে বরং উল্টো একঘরে করে দেওয়ার ভয়ভীতি দেখাচ্ছে এবং আইনের সাহায্য না নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। এ সকল কারণে শিশুটির পরিবার ভয় ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। খবরটি পড়ার পর শামীমা সাথে সাথে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে গাজিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। শামীমা

নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মার কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনতে চান। প্রথমে তারা ভয়ে মুখ খুলতে চায়নি। শামীমা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠান এই ধরনের ঘটনায় যারা নির্যাতনের শিকার হন তাদের বিভিন্ন রকম সহায়তার পাশাপাশি আইনি সহায়তার জন্য অন্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার কাজটি করে থাকে। তখন পরিবারের সদস্যরা পুরো ঘটনা খুলে বললেন। শামীমা তাদের থানায় নিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন-২০০৩ এর আওতায় বখাটেদের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করান। মামলাটি এখন বিচারাধীন। ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর মতো প্রতিষ্ঠান পাশে না দাঁড়ালে ঐ নির্যাতনকারীকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হতো না।

পরবর্তীতে শামীমা এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা করেন। তিনি বলেন, যেখানে আপনারা কোনো কাজে ব্যর্থ হবেন তখন সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আমাদের মতো আরও বেসরকারি সংস্থার সাহায্য নিবেন। এই সংস্থাগুলো নারী ও শিশুদের সুরক্ষার পাশাপাশি নিজেদের বিপদমুক্ত রাখার শিক্ষা দেয়। এলাকায় যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের পরিবারে মেয়ে এবং ছেলে উভয় শিশুকে আলাদা যত্ন নিতে হবে যাতে পরিবারে বা বাইরের কারো দ্বারা নির্যাতনের শিকার না হয়। সরকার শিশু আইন-২০০৩ নামে একটি আইন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে- প্রতিটি থানায় সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা এই বিষয়ে ডেক্স অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অতঃপর তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন, ''আসুন আমরা একটি শিশুবান্ধব সমাজ গড়ার অঙ্গীকার করি।''

''সুস্থ শিশু সুস্থ পরিবার
সুস্থ পরিবার সমৃদ্ধ সমাজ।''

শিশুদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত সংস্থা কাজ করে:

১. জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
২. অপরাজেয় বাংলাদেশ
৩. আইন ও সালিশ কেন্দ্র
৪. ইনসিডিন বাংলাদেশ
৫. ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও তার সহযোগিতার ক্ষেত্র :

- **জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি:** এই সংস্থাটি নির্যাতনের শিকার শিশুকে সকল সহযোগিতা প্রদান করে। শিশুটির নিরাপত্তার প্রয়োজন হলে তাদের শেল্টার হোমে রেখে তার নিরাপত্তা বিধান করে।
- **অপরাজেয় বাংলাদেশ:** এই সংস্থাটি নির্যাতনের শিকার শিশুর সকল আইনি সহযোগিতাসহ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। তাদের নিজেদের শেল্টার হোম আছে।
- **আইন ও সালিশ কেন্দ্র:** এই সংস্থা নির্যাতনের শিকার শিশুর সকল আইনি সহযোগিতাসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে। প্রয়োজনে অন্য কোন সংস্থার সাহায্য নিয়ে শিশুর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। অনেক সময় সালিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করে থাকে।
- **ইনসিডিন বাংলাদেশ:** এই সংস্থাটি পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে। তারা শিশুদের রাত্রিকালীন থাকার ব্যবস্থাসহ লেখাপড়া ও সাইকোস্যে সাল সহায়তা দিয়ে থাকে।
- **ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স:** এই সংস্থাটি শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশুকে যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রয়োজনে অন্য সংস্থার সাহায্য নিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

মূল্যায়ন : সময় : ০৫ মিনিট

- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ শিশুরা নির্যাতনের শিকার হলে কী ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা করে তা বর্ণনা করুন।
- সেভ দ্য চিলড্রেনের শিশু সুরক্ষা শিক্ষা সম্পর্কিত লক্ষ্যটি কী?

সারসংক্ষেপ সময় : ০৩ মিনিট

শিশুরা যে কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হলে কার নিকট সাহার্য্যের জন্য যাবে সে বিষয়ে ধারণা পাওয়া। পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার কৌশল আয়ত্ব করা।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন সময় : ০২ মিনিট

- প্রশিক্ষক আত্মমূল্যায়ন করে প্রশিক্ষণ কাজ কতটুকু ফলপ্রসু হয়েছে তা খুঁজে বের করবেন। তিনি প্রশিক্ষণ চলাকালিন কোথায় ঘাটতি /অপূর্ণতা রয়েছে তা চিহ্নিত করে পরবর্তীতে তা পূরণের ব্যবস্থা নিবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

কর্মঅধিবেশন ০১
০৯:৩০-১০:১৫
শিরোনাম : যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার

শিখনফল	**এ অধিবেশন থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ-** • যৌন নির্যাতন কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন • শিশুর আচরণে যৌন নির্যাতনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন • যৌন নির্যাতন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	• যৌন নির্যাতন সম্পর্কে ধারণা • যৌন নির্যাতনের ফলে শিশুর আচরণের প্রভাব • যৌন নির্যাতনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	আলোচনা, দলগত কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর প্রদর্শণ ।
উপকরণ	পোস্টার পেপার, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া, ভিআইপিপি কার্ড, সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠসামগ্রী।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	• যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণ থেকে রক্ষার উপায়ের উপর প্রামাণ্য ডকুমেন্টস এর কপি (হার্ড ও সফট্) নিজের সংরক্ষণে রাখা • শিশু সুরক্ষা শিক্ষার পাঠসামগ্রী সংরক্ষণে রাখা • সহায়ক তথ্যগুলো প্রশিক্ষকের আত্মস্থ করা • প্রশিক্ষণকক্ষে ব্যবহারের জন্য কর্মপত্র প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : যৌন নির্যাতন সম্পর্কে ধারণা — সময় : ১৫ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পূর্ব-পাঠ আলোচনা করে তাঁদের অর্জিত ধারণা সুদৃঢ় করুন।

- প্রশিক্ষণার্থীদেরকে যৌন নির্যাতনের ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন।
- উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

অত:পর প্রশিক্ষক নিজে আলোচনা করে যৌন নির্যাতনের ধারণা স্পষ্ট করুন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - খ : যৌন নির্যাতনের ফলে শিশুর আচরণের প্রভাব — সময় : ১০ মিনিট

- পাঁচ/ছয় জনের সমন্বয়ে একটি করে দল গঠন করুন।
- দলীয় আলোচনার মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের ফলে শিশুর আচরণের প্রভাব পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন এবং উপস্থাপন নিশ্চিত করুন।
- দলগত আলোচনা এবং প্রশিক্ষকের নিকট রক্ষিত সুপারিশের সমন্বয় সাধন করে অর্জিত জ্ঞান সুদৃঢ় করুন

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - গ : যৌন নির্যাতনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা — সময় : ১০ মিনিট

- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনে কী কী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় জানতে চান।
- উত্তরগুলো বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন।
- সহায়ক তথ্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষক যৌন নির্যাতনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

মূল্যায়নঃ **সময় : ০৫ মিনিট**

১. যৌন নির্যাতন কী ?
২. কতভাবে শিশু যৌন নির্যাতিত হতে পারে? (৫টি লিখুন)
৩. শিশু নির্যাতনকারী কারা হতে পারে? (৩টি লিখুন)

সারসংক্ষেপঃ **সময় : ০৩ মিনিট**

যৌন নির্যাতনে শিশুর মনোজগতে ব্যাপক মন্দ প্রভাব পড়ে। কীভাবে শিশু নির্যাতনের শিকার হতে পারে, কারা নির্যাতনকারী, যৌন নির্যাতনে শিশুর আচরণে কী প্রভাব পডতে পারে এসব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলনঃ **সময় : ০২ মিনিট**

প্রশিক্ষক চলতি অধিবেশনের কোন কোন অংশ ভালো লেগেছে, কোন অংশ বুঝতে সমস্যা আছে তার ফিডব্যাক নিবেন। সমস্যা থাকলে আলোচনা করে স্পষ্ট করবেন।

সহায়ক তথ্যঃ

শিশুর উপর যৌন নির্যাতন কী ?

আমরা শিশুর অভিভাবক, শিশুকে নির্দেশ দিতে ভালোবাসি। আমরা যেটা ভালো মনে করি তা শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। অনেক সময় ঘরে শিশুটিকে একা কারো তত্ত্বাবধানে রেখে যাবার সময় তাকে সরাসরি নির্দেশের মাধ্যমে বলি, 'তুমি যার কাছে আছো সে তোমাকে দেখবে, তুমি তার কথা শুনবে, যা করতে বলতে তা করবে।'

এ সময় আমরা একবারও ভেবে দেখি না, যার কাছে রেখে যাচ্ছি তাকে নির্ভর করা এবং বিশ্বাস করা যায় কিনা। একই সাথে শিশুটিকে তার নির্দেশানুযায়ী সব কিছু করতে বলে যাচ্ছি তাতে শিশুর ভালো করছি নাকি মন্দ করছি।

শিশু সেই নির্দেশ পালন করে বড়দের বিশ্বাস করে তাকে যা করতে বলে তাই করে এবং মনে মনে তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায়, তিনি যা করছেন তা সঠিক, কারণ আমার মা অথবা বাবা বলে গেছেন, তিনি যা করবেন তা ঠিক।

এভাবেই বয়স্ক কেউ যখন শিশুর উপর এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার উপর কর্তৃত্ব খাটিয়ে কোন রকম যৌন কাজে তাকে নিয়োজিত করে, তাকেই শিশু যৌন নির্যাতন বলা হয়।

সহায়ক তথ্যঃ

কতভাবে একটি শিশু নির্যাতনের শিকার হতে পারে ?

শিশুর শরীরের যেকোন জায়গায় স্পর্শ করে, মুখের কথায়, তাকিয়ে : যা শিশু পছন্দ করছে না,শরীরের তেমন কোন জায়গায় হাত দিয়ে, আদরের ছলে, মুখে কোন শব্দ অথবা কোন কিছু বলে, অঙ্গভঙ্গি করে, তাকিয়ে (তাকানোটা শরীরের এমন অংশের দিকে এমনভাবে হচ্ছে, যাতে শিশু অস্বস্তিবোধ করছে) নির্যাতনকারী নির্যাতন করতে পারে। কোন এক স্কুলের সেশনে একটি মেয়ে বলেছিলো, ও যখন রাস্তা দিয়ে আসে তখন প্রতিদিন একটি লোক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দুটো পেয়ারা অথবা ছোট টেনিস বল নিয়ে চাপতে থাকতো। এটি তার কাছে ভীষণ অশ্লীল বলে মনে হতো।

চুমু দিয়ে বা জড়িয়ে ধরে : আমরা ছোট বাচ্চাদের চুমু দেই আদর করে জড়িয়ে ধরি, কিন্তু শিশু তা পছন্দ করছে না এবং একটু লক্ষ করলে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাবে সে বিষয়টি একেবারেই গ্রহণ করছে না। অর্থাৎ সেই বিশেষ জন হয়তো এমনিভাবে তাকে চুমু অথবা আদর করছে যা তার পছন্দ হচ্ছে না।

যৌন সংবেদনশীল অংগে বা গোপনাঙ্গে হাত দিয়ে : একজন নির্যাতনকারী শিশুর যৌনাঙ্গে এমনভাবে হাত দেয় অথবা অনেক সময় নির্যাতনকারীর গোপনাঙ্গের সাথে এমনভাবে ঘষতে থাকে যা শিশুটি পছন্দ করছে না। এসব ক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি সে (নির্যাতনকারী) শিশুটিকে আদর করছে। নির্যাতনকারী এসব ক্ষেত্রে আদরটাকে মুখ্য করে।

সম্পূর্ণ যৌন ক্রিয়া করা : এই ক্ষেত্রে শিশুটির সাথে নির্যাতনকারী এমন একটি সম্পর্ক তৈরি করে ফেলে যাতে শিশু এ সময় 'না' যেমন বলতে পারে না, তেমনি বাধা দেবার মতো ক্ষমতা তার থাকে না। অন্যদিকে এই বিষয়টি সে গোপন রাখতে চেষ্টা করে কারণ নির্যাতনকারী তাকে কোন না কোনভাবে বিষয়টি কাউকে না বলার বিষয়ে নিষেধ করেছে। তাছাড়া বলে দিলে তার পরিণতি কী হতে পারে সে সম্পর্কেও তাকে বলে দিয়েছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশু এটিকেও একটি আদরের ধরন হিসেবে নেয়।

সহায়ক তথ্য:

পরিচিতরা কেন বেশি নির্যাতন করতে পারে?

- অভিভাবক সাবধানে থাকার প্রয়োজন মনে করে না
- নির্যাতনকারী কাছে আসার সুযোগ পায়
- শিশুর পক্ষে কোন বাহ্যিক বাধা নেই
- শিশুর অভ্যন্তরীণ বাধা/নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভাব।

কারা নির্যাতনকারী

- পরিচিতরা
- পরিবারের লোক
- পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়
- প্রতিবেশী ও পরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষী
- বিকারগ্রস্থ
- অপরিচিত।

কীভাবে নির্যাতনকারী শিশুকে বশে আনে ?

- প্রলোভন দেখিয়ে
- ভয় দেখিয়ে
- নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে
- সহিংসতা।

শিশু কেন বলতে পারে না ?

- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারণার অভাব
- প্রকাশের ভাষা জানা নেই
- সামাজিক কারণ
- নির্ভরতার অভাব
- লজ্জা/অপরাধবোধ ও ভয়।

যৌন নির্যাতনে শিশুর মনোজগতের প্রতিক্রিয়া :

- যৌন নির্যাতনের কারণে তার আমিত্ববোধ এবং মনোজগত বদলে যায়
- শিশু শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যায় ভোগে
- নিজেকে অসহায় মনে করে
- নিজেকে নষ্ট মনে করে
- লজ্জা ও অপরাধবোধে ভোগে
- সবার কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে।

সহায়ক তথ্য:

শিশুর আচরণে যৌন নির্যাতনের প্রভাব

আত্মনির্যাতন : যৌন নির্যাতনের ঘটনাটি সে কাউকে বলতে পারছে না তেমনি কাউকে বললেও এ বিষয়ে তাকে কোন রকম সহায়তা দিচ্ছে না। ফলে শিশু নিজের উপর নিজে রাগান্বিত হয়ে নিজেকেই নির্যাতন করে। হতে পারে নিজেকে সে ক্ষত বিক্ষত করছে অথবা খাবার ঠিকমতো খাচ্ছে না, নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে না।

অসহায়ত্ব বা আক্রমণাত্মক মনোভাব : যাকে অথবা যার প্রতি তার এতোদিন ছিলো অগাধ বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা, সেই যখন তার সাথে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কিছু করলো যা সে মন থেকে ঠিক হলো বলে ভাবতে পারছে না, কেউ তার কথা বিশ্বাস করছে না অথবা বিশ্বাস করলেও তাকে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিচ্ছে। এমন অবস্থায় সে নিজেকে খুব অসহায় মনে করে। অনেক সময় অন্যের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ করে। সে মনে করে সে নিজেই এমন অবস্থার শিকার হয়েছে, সুতরাং সে অন্যদেরকে তার মতো নয় বলে তাদের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

আবেগহীনতা/নির্জীব : কিছুদিন আগেও যে শিশুটি খেলার মাঠে গিয়ে উত্তেজনায় ফেটে পড়তো অথবা আকাশের নীলিমায় নিজেকে একাকার করে দিতে চাইতো হঠাৎ করে সে এসবের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়ে। কারো প্রতি তার যেনো কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই, কিছু চাইবার নেই, কাউকে কিছু দেবার নেই অর্থাৎ সে নিজেকে অন্য সবার চেয়ে আলাদা করে ফেলে।

বিশ্বাসঘাতকতাকেই অনিবার্য বলে ধরে নেয়: যেহেতু সে বড়দের বিশ্বাস করতো এবং তাদের সব কিছুই সঠিক বলে মনে করতো, সেখানে যখন সে তার বিশ্বাস হারায় তখন সে বিশ্বাসঘাতকতাকেই সত্যি বলে ধরে নেয়।

যৌন আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটায় : নির্যাতনের শিকার হতে হতে এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় যখন সে এই আচরণটির পুনরাবৃত্তি ঘটায় তার চেয়ে বয়সে ছোট তাদের সাথে। এমনটি বেশি হয়ে থাকে ছেলেদের ক্ষেত্রে। একটি ছেলে শিশু নির্যাতনের শিকার হলে সে বড় হবার পর সেই আচরণটি তার চেয়ে যারা ছোট তাদের সাথ করে থাকে।

স্বাভাবিক যৌন জীবনে অনীহা : একটি মেয় শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হলে তার পরবর্তী জীবনে সে স্বাভাবিক যৌন জীবনে অনাসক্ত হয়ে পড়ে। এটি একটি মেয়ের ক্ষেত্রেই বেশি হয়ে থাকে। তবে অনেক ক্ষেত্রে ছেলেদের বেলায়ও এমনটি হতে পারে।

বিশ্বাস করা : শিশুকে পরিচিতরাও যৌন নির্যাতন করে বা করতে পারে প্রথমত: এ কথা বিশ্বাস করতে হবে। নিজেকে যেমন বিশ্বাস করতে হবে, তেমনি পরিবারের সকল সদস্যকে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। পরিবারের সবার জানতে হবে শিশুর উপর এ ধরনের নির্যাতন অতি নিকটজনও করতে পারে এ কথা ভেবে সবাই সাবধান থাকবে। অন্যদিকে নির্যাতনকারী যখন বুঝবে এ পরিবারের সবাই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন আছে তখন সে এ ধরনের নির্যাতন করতে ভয় পাবে। কারণ পরিচিত নির্যাতনকারীরা যেহেতু আদরের ছলে এ ধরনের নির্যাতন করে থাকে সুতরাং অনায়াসে বোঝা যায় সে পরিবারে নির্যাতনকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না।

সাবধানতা: শিশুকে এমন কারো কাছে একাকী রাখা যাবে না, যার সম্পর্কে আমি পুরোপুরি জানি না। একটি শিশু কাকে পছন্দ করছে সে দিকও দেখতে হবে। তার অপছন্দনীয় কারো কাছে শিশু রাখার জন্য জবরদস্তি করা যাবে না। শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। শিশু যেন অভিভাবকের উপর নির্ভর করতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

ব্যক্তিগত অঙ্গের নাম স্বাভাবিকভাবে শেখানো : কথা বলার শুরুতে যখন তাকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের নাম শেখানো হয়, একই সাথে তার ব্যক্তিগত অঙ্গের নামও শেখাতে হবে। এই অঙ্গগুলোর কাজ তার বয়স উপযোগী করে বলতে হবে। ছোটবেলা থেকে যদি সে তার ব্যক্তিগত অঙ্গের নাম এবং কাজ জানতে শুরু করে তাহলে দশ বছর বয়সে তার পরিবর্তনগুলো তার কাছে নতুন মনে হবে না। এবং এতে নির্যাতনকারী তার ব্যক্তিগত অঙ্গে কিছু করলে সে এ বিষয়টি মা-বাবাকে জানাতে পারবে। মা বাবার সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে বাঁধা থাকবেনা।

অপছন্দনীয় আদর ও স্পর্শের অনুভূতি পার্থক্য করতে সহযোগিতা : অভিভাবক হিসেবে আপনি যদি আদরের ছলে তার ব্যক্তিগত অঙ্গে স্পর্শ করে আদর করেন, তাহলে নির্যাতনকারীর এ ধরনের নির্যাতনকে সে আলাদা করতে পারবে না। সুতরাং আপনি নিজেও শিশুকে এমনভাবে আদর করবেন না যা প্রকারান্তরে স্বাস্থ্যসম্মত নয়। যেমন ঠোটে ঠোট রেখে চুমু দেয়া, অযথা কোলে নিয়ে জোরে চাপাচাপি করা, যৌনাঙ্গ নাড়াচাড়া করা।

এলাকার সবাইকে সচেতন করা এবং সচেতন করার পরিবেশ তৈরি করা : নিজে একা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হলে চলবে না। এলাকায় প্রতিবেশীর শিশু যেমন আপনার বাসায় আসবে তেমনি আপনার শিশুও প্রতিবেশীর কাছে যাবে। সুতরাং এ বিষয়টি সম্পর্কে নিজে সচেতন হবার পাশাপাশি এলাকার সবাইকে সচেতন করতে হবে।

শিশুকে শরীরের সীমানা সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং 'না' বলতে শেখানো : একটি শিশুকে বয়স অনুযায়ী অভিভাবক তার শরীরের সীমানা সম্পর্কে বলে দিতে পারে। দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত করে একটি ত্রিভূজ করে শরীরের সীমানা নির্ধারণ করে বুঝানো যেতে পারে।

অন্যদিকে শিশুকে 'না' বলতে শেখাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। যাতে 'না' বলার মাধ্যমে যেকোন ধরনের অপছন্দনীয় আচরণ ও প্রস্তাব দক্ষতার সাথে প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

কর্মঅধিবেশন ০১
১০:১৫-১১:০০
শিরোনাম : যৌন হয়রানি ও শোষণ থেকে রক্ষার উপায়

শিখনফল	**এ অধিবেশন থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ-** • যৌন শোষণের হাত থেকে রক্ষার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন • নির্যাতন ও শোষণের কবলে নিপতিত হলে সঠিক পন্থা অবলম্বন করে নিজেকে রক্ষার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন • নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	• যৌন শোষণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার উপায় • যৌন নির্যাতন ও শোষণের কবলে নিপতিত হলে নিজেকে রক্ষার পন্থা • যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণের শিকার শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	আলোচনা, দলগত কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, ভূমিকাভিনয়।
উপকরণ	পোস্টার পেপার, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া, ভিপ কার্ড, সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠসামগ্রী।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	• যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শোষণ থেকে রক্ষার উপায়ের উপর প্রামাণ্য ডকুমেন্টস এর কপি (হার্ড ও সফট্) নিজের সংরক্ষণে রাখা • শিশু সুরক্ষা শিক্ষার পাঠসামগ্রী সংরক্ষণে রাখা • প্রশিক্ষণকক্ষে ব্যবহারের জন্য কর্মপত্র প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : যৌন শোষণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার উপায় সময় : ১৫ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পূর্ব-পাঠ আলোচনা করে তাঁদের অর্জিত ধারণা সুদৃঢ় করুন

- এ সংক্রান্ত কিছু ডকুমেন্টারি দেখান
- প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচ/ছয় জনের সমন্বয়ে কয়েকটি দলে বিভক্ত করুন
- পোস্টার পেপার ও সাইনপেন সরবরাহ করুন
- দলীয় আলোচনার মাধ্যমে যৌন শোষণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার উপায় লিখতে বলুন
- প্রত্যেক দলের দলগত উপস্থাপনা নিশ্চিত করুন এবং অন্য দলগুলোর ফিডব্যাক নিন।

অতঃপর প্রশিক্ষক নিজের উপস্থাপনা বা আলোচনার মাধ্যমে যৌন শোষণের হাত থেকে শিশুর রক্ষার উপায়গুলো সার-সংক্ষেপ আকারে উপস্থাপন করুন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - খ : যৌন হয়রানি ও শোষণের কবলে নিপতিত হলে নিজেকে রক্ষার পন্থা সময় : ১০ মিনিট

- শিশু সুরক্ষা শিক্ষা অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের ৩৪ নং পৃষ্ঠার বুদ্ধিমতি মাশার গল্পটি পড়তে বলুন
- কয়েকটি Case Study অথবা Multimedia -তে Documentary দেখান
- এবার শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করুন
- প্রশিক্ষণার্থীদের জানা কোনো ঘটনার অভিজ্ঞতা বিনিময় করুন
- এবার আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় থেকে যৌন হয়রানি ও শোষণের কবলে নিপতিত হলে রক্ষার উপায়গুলো লিপিবদ্ধ করুন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - গ : যৌন হয়রানি ও শোষণের শিকার শিশুর জন্য সহায়তা **সময় : ১০ মিনিট**

- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যৌন হয়রানি ও শোষণের শিকার হলে সহায়তা কার্যক্রম কীভাবে হতে পারে তার ধারণা নিবেন
- বিভিন্ন GO এবং NGO দের এ সংক্রান্ত কার্যক্রম উপস্থাপন করবেন। (সম্ভব হলে Multimedia ব্যবহার করবেন)
- ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে শিশুর জন্য সহায়তামূলক কার্যক্রমে ছোট নাটিকা উপস্থাপন করুন
- পাঁচ/ছয় জনের সমন্বয়ে একটি করে দল গঠন করুন
- দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সহায়তা কার্যক্রমের সুপারিশ পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন এবং উপস্থাপন নিশ্চিত করুন
- দলগত আলোনার সুপারিশ ও প্রশিক্ষকের নিকট রক্ষিত সুপারিশ মিলিয়ে তালিকা চূড়ান্ত করুন।

মূল্যায়ন **সময় : ০৫ মিনিট**

১. যৌন হয়রানি ও শোষণের মধ্যে পার্থক্য কী ? (যে কোন দুইটি)

২. যৌন হয়রানি ও শোষণের শিকার শিশুর জন্য ৫টি সহায়তা কার্যক্রম উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ **সময় : ০৩ মিনিট**

যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন ও যৌন শোষণ বাংলাদেশে বর্তমানে মারাত্মক একটি সামাজিক সমস্যা। শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিশুর এসব বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে। নিজেকে রক্ষার উপায় ও কৌশল জানা একান্ত প্রয়োজন।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন **সময় : ০২ মিনিট**

প্রশিক্ষক এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের কোন বিষয়ে বোঝার ঘাটতি রয়েছে কিনা তা জানার জন্য তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিবেন । যদি ঘাটতি থাকে প্রশিক্ষক সংক্ষেপে তা পুনঃআলোচনা করবেন।

সহায়ক তথ্য

উৎপীড়নকারীদের থেকে দূরে থাকার ব্যবস্থা :

- উৎপীড়নকারীদের কখনো সুযোগ দেওয়া যাবে না
- কাউকে ভালো লাগলেই আগ বাড়িয়ে তার সাথে কথা না বলা
- আত্মীয় বা অনাত্মীয় কারও সাথে শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় না যাওয়া
- যতটা পারা যায় উৎপীড়নকারীদের এড়িয়ে থাকা
- পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা
- শালীন আচরণ করা, শালীন পোশাক পরিধান করা।

যেটা করতে পার সেটা হলো তারা যে পথে চলাচল করে সচেতনভাবে সে পথটা এড়িয়ে চলা। সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং নিজেকে সাহসী ভাবা।

যখন তুমি অন্যদের সামনে ভয়ে থাকবে তখন তুমি নিজেকে সাহসী ভাবতে পারবে না। কিন্তু কিছু সময় নিজেকে সাহসী ভাব দেখালে উৎপীডনকা্রীদের দমন করা যায়।

একজন সাহসী মানুষ দেখতে কেমন এবং সে কীভাবে আচরণ করে? সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বলো-"আমার সাথে ঝামেলা কোরো না"। এটা নিজেকে সাহসী ভাবতে অনেকটা সহজ করবে এবং নিজের সম্পর্কে স্বস্তিবোধ করতে সহায়তা করবে।

নিজের সম্পর্কে ভালোবোধ কর

পৃথিবীতে কেউই পরিপূর্ণ না। কিন্তু তোমাকে সবসময় সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং নিজেকে সেভাবে ভাবতে হবে।

একসাথে চলো

উৎপীড়নকারীদের এড়িয়ে চলার জন্য একা চলার চেয়ে দুইজন একসাথে চলা ভালো। উৎপীড়নের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে দুই একজন বন্ধুর সাথে একত্রে চলাফেরা করতে পার। তোমার বন্ধুদেরও এই পরামর্শ দিতে পার। স্কুলে উৎপীড়নের ঘটনা দেখলে চুপ করে থেকো না-বড় কাউকে জানাও, যে উৎপীড়নের শিকার তার পাশে দাঁড়াও এবং উৎপীড়ককে থামতে বল।

উৎপীড়নকারীকে অগ্রাহ্য কর

উৎপীড়নকারীর দেয়া হুমকি যতটা পার অগ্রাহ্য করার চেষ্টা কর। এমনভাব কর যেন তুমি তার কথা শুনছো না। দ্রুত পায়ে হেঁটে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নাও। উৎপীড়নকারীরা সবসময় তাদের কর্মকাণ্ডের বড় প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়। তাই এমন ভাব দেখাও যে, এ নিয়ে তোমার কোনো মাথা ব্যথা নেই বা তুমি এটাকে আমলেই নিচ্ছ না। এতে উৎপীড়নকারীদের এই ধরনের আচরণ

বন্ধ হতে পারে।

নিজের জন্য দাঁড়াও

নিজেকে আত্মবিশ্বাসী এবং প্রকৃত সাহসী ভাব। উৎপীড়নকারীকে বল 'আর নয়, এবার থামো'। কথাটি উচ্চস্বরে বল। এরপর ঐ স্থান থেকে প্রয়োজনে নিরাপদ কোথাও চলে যাও।

নিজেকে নিরাপদ রাখো

উৎপীড়নের প্রতিবাদে উৎপীড়ন করো না। তোমাকে বা তোমার বন্ধুকে কেউ উৎপীড়ন করলে তাকে পাল্টা আঘাত করো না। এটা করতে গিয়ে তুমি বিপদেরও সম্মুখীন হতে পার। সর্বোৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে নিজেকে নিরাপদ রাখা, বন্ধুরা একসাথে থাকা এবং বড়দের সাহায্য নেওয়া।

তোমার অনুভূতি প্রকাশ করো না

আগে থেকে পরিকল্পনা কর। চিন্তা কর কীভাবে তুমি তোমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং রেগে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে। নিজের মনোযোগ অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা কর (১০০ থেকে উল্টোদিকে গণনা কর, শব্দ উল্টো দিকে বানান কর)। যতক্ষণ পর্যন্ত আবেদ নিয়ন্ত্রণে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যদিকে মনোযোগ দাও। এমন কোথাও যাও যেখানে তুমি নিরাপদে তোমার অনুভূতি প্রকাশ করতে পার।

বড় কাউকে জানাও

যদি তুমি কোনো উৎপীড়নের শিকার হও, তবে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য বড় কারোর সাথে বিষয়টি আলাপ কর। এমন কাউকে খুঁজে বের কর যাকে বিশ্বাস করা যায়, তার সান্নিধ্যে যাও এবং পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তার কাছে খুলে বল। শিক্ষক, অধ্যক্ষ, মাতা-পিতা, বড় ভাই-বোন উৎপীড়নকারীদের অত্যাচার থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারে। শিক্ষকরা দ্রুত এর সমাধানে পদক্ষেপ নিতে পারেন; কারণ উৎপীড়নকারীরা জানে বিষয়টি তাদের মা-বাবাকে জানিয়ে দিলে তাদের শাস্তি পেতে হবে। এটা তাদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শিশুকে রক্ষার্থে করণীয়

১. কখনো যদি দেখেন/ নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোক/মহিলা আপনার শিশুকে 'আমার বউ'/ 'আমার বর' বলে সম্বোধন করছে, কঠোরভাবে তাকে নিষেধ করে দেবেন।

২. আপনার শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি অস্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট দেখলে তার ব্যাপারে সাবধান হোন।

৩. কখনো আপনার শিশুকে কারো বাসায় যেতে/ কারো কোলে বসতে/ কারো পাশে বসতে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করবেন না। বরং তার কাছ থেকে অনীহার কারণ জেনে নিন আদর করে। শপিং মলে দোকানের স্টাফদের বদলে নিজেই শিশুকে পোশাক পরা/ট্রায়াল দেয়ায় সহায়তা করুন।

৪. আপনার শিশু যদি মাঠে খেলতে যায়, খেয়াল রাখুন সে কাদের সাথে খেলে। মাঠে বড় ছেলেরাও খেলতে যায়, এদের দ্বারাও নির্যাতিত হতে পারে আপনার শিশু।

৫. আপনার শিশুকে যদি দেখেন সে তার বয়সের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ **sexual behavior** জানে, এবং তার বিভিন্ন গোপনাঙ্গকে বিকৃত/অদ্ভুত নামে (কোনো স্ল্যাং) চিহ্নিত করছে, তাহলে তার কাছ থেকে জেনে নিন সে এগুলো কোথা থেকে শিখেছে। রেগে গিয়ে নয়, ধৈর্যের সাথে জানুন। যদি জানার উৎস টিভি/ ইন্টারনেট হয়, দ্রুত উৎসমুখ বন্ধ করুন। যদি জানার উৎস কোন ব্যক্তি হয়, তার সম্পর্কে সাবধান থাকুন। তার সাথে শিশুকে কখনো মিশতে দেবেন না।

৬. গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গেলে/ কোন আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলে রাতে ঘুমানোর সময় শিশুকে আত্মীয়/কাজিন এমন কারো সাথে একা একা ঘুমুতে দেবেন না। নিজের কাছে রাখুন।

'ভালো আদর' করার জন্য কখনো কেউ জড়িয়ে ধরতে পারে। কিন্তু তুমি যখনই বুঝবে কেউ 'মন্দ আদর' **করবার** জন্য ধরেছে তাকে জোরে 'না' বলতে হবে। যদি সে না শোনে তাহলে চিৎকার দিতে হবে, সে যেই হোক না কেন আর তাকে তুমি যতই ভালোবাসো না কেন। সেই জায়গা থেকে সরে নিরাপদ কোন জায়গায় চলে আসতে হবে। অবশ্যই মা কিংবা বাবা যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করো তাকে বলে দিতে হবে।

৪. আপনার শিশুকে শেখান- যে সিক্রেটের সাথে খারাপ কাজ জড়িয়ে থাকে সে 'সিক্রেট' বলে দিতে হয় নাহলে বিপদ হয়।

৫. তাকে বলুন, যারা 'মন্দ আদর'/ 'খারাপ আদর' করবে তারা কখনো ভালো মানুষ নয়, তাদের ভালোবাসা যাবে না।

৬. অনলাইনে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ নিয়ে শিশুদের উপযোগী ভালো ভালো সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপের ভিডিও পাবেন, শিশুকে সাথে নিয়ে সেগুলো দেখান। আপনার শহরে কোন ওয়ার্কশপ হলে সেগুলোতে শিশুকে নিয়ে যেতে পারেন।

সহায়ক তথ্য

আপনার শিশু কারো দ্বারা সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজড হলো, এখন আপনার করণীয় কী?

১. আপনার শিশু যদি কারো নামে আপনার কাছে নালিশ করে, শিশুকে বিশ্বাস করুন। শিশুরা সাধারণত এই ব্যাপারে মিথ্যা বলে না। আপনি অবিশ্বাস করলে ভবিষ্যতে হয়তো আর কখনোই শিশুটি আপনার সাথে শেয়ার করবে না।

২. আপনার শিশুকে এটা বুঝতে দেয়া যাবে না তার সাথে খুব ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। আপনি আপনার শিশুর সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করুন, অস্থির হয়ে যাবেন না।

৩. নিপীড়িত শিশু বা কিশোর-কিশোরী যে নিজে অপরাধী নয়-তা তাকে বুঝিয়ে বলেন।

৪. নিপীড়িত শিশু বা কিশোর-কিশোরীর সঙ্গ পরিত্যাগ না করে তাকে আরো বেশি সঙ্গ, শক্তি ও সাহস জোগাতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করবেন।

৫. নিয়মিত একজন ভালো শিশু মনোবিজ্ঞানীকে দিয়ে কাউন্সেলিং করান।

৬. শিশুটি যদি গুরুতর নির্যাতনের শিকার হয় তাহলে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও শিশু মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ নিন। কখনোই শিশুটিকে বকাবকি করা যাবে না। বরং তাকে আশ্বস্ত করতে হবে যা হয়েছে তা কোনভাবেই তার অপরাধ নয়, অপরাধ ওই ব্যক্তির। ব্যাপারটি যদি আদালত পর্যন্ত যায়, বিশেষ ব্যবস্থায় মনোবিজ্ঞানীর মাধ্যমে শিশুর জবানবন্দী নিতে হবে, কখনোই শিশুকে জনসমক্ষে 'তার সাথে কী হয়েছে' এর বর্ণনা দিতে বলা যাবে না। এতে শিশুর মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

নির্যাতনকারী কদাচিৎ অচেনা মানুষ হন, অধিকাংশ সময় সে নিকট বা দূরসম্পর্কের আত্মীয়, শিক্ষক, পরিবারের লোক, পারিবারিক বন্ধু, প্রতিবেশী, কাজের লোক ইত্যাদি হন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে কেবল সন্দেহ করে অহেতুক কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, এতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হতে পারে। আবার, নিশ্চিত হলে লজ্জায় চুপ করে থাকবেন না, সে আপনার যত ঘনিষ্ট বা সম্মানিত জনই হোক না কেন। পারিবারিকভাবে শালিস করা গেলে ভালো কিংবা আইনি সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন হলে তাও গ্রহণ করতে হবে।

কর্মঅধিবেশন ০২
১১:৩০-১২:১৫
শিরোনাম : প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা

শিখনফল	**এ অধিবেশন থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ-** • প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন • আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত হবার সক্ষমতা অর্জন করবেন।
বিষয়বস্তু	• প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষমতা • আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ উন্নয়নের উপায়।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	একক কাজ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, কেইস স্টাডি।
উপকরণ	ভিপ কার্ড, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার, মার্কার কলম, সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠসামগ্রী।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	• আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা এই দুটো Affective domain এর অর্ন্তগত। অতএব প্রশিক্ষককে সে অনুযায়ী পাঠ প্রস্তুত করা • শিশু সুরক্ষা শিক্ষার পাঠসামগ্রী সংরক্ষণে রাখা • সহায়ক তথ্যগুলো প্রশিক্ষকের আত্মস্থ করা • প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য কর্মপত্র প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষমতা — সময় : ১৫ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পূর্ব-পাঠ আলোচনা করে তাঁদের অর্জিত ধারণা সুদৃঢ় করুন।

- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন, প্রতিকূল পরিস্থিতি বলতে আমরা কী বুঝি?
- প্রশিক্ষণার্থীদের VIPP কার্ড দিয়ে নির্যাতনের শিকার (Victim) শিশুদের কীভাবে নৈতিক ও মানসিক সমর্থন দেওয়া যায় তার ২/৩ টি Point লিখতে বলুন।
- নির্যাতনের শিকার (Victim) শিশুদের প্রতি মানবিক ও নৈতিক বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এমন ২/১টি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করুন।
- নির্যাতনের শিকার (Victim) হয়েও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এমন কিছু সাহসী নারী কিংবা পুরুষের Case study/Vedio clip উপস্থাপন করুন। (উদাহরণ: নভেরা আহমেদ, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী)
- শিখনফলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলোচনা শেষ করুন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - খ : আত্মসচেতনতা ও মার্যাদবোধে উজ্জীবিত হওয়া — সময় : ১৫ মিনিট

- প্রশিক্ষাণার্থীদের নিকট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ এর ধারণা নিয়ে বোর্ডে লিখুন।
- আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কয়েকটি নারীর কেইস স্টাডি আলোচনা অথবা ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করুন।
- সবশেষে প্রশিক্ষক আলোচনা করে আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধের ধারণা স্পষ্ট করুন।

মূল্যায়ন: — সময় : ১০ মিনিট

১. প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরিতে কী কী করা যেতে পারে?

২. আত্মসচেতনতা ও মর্যাদাবোধে শিশুদের কীভাবে উজ্জীবিত করা যায়। (৫টি উপায় লিখুন)

সারসংক্ষেপ: সময় : ০৩ মিনিট

শিশুর জন্য আত্মবিকাশ ও আত্মমর্যাদাবান হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর অভাবে শিশুর বিকাশ ব্যাহত হয়। আত্মবিশ্বাসে ও আত্মমর্যাদায় উজ্জীবিত হতে হলে, এসকল বিষয়ে শিশুকে অনবরত চর্চার মধ্যে থাকতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন সময় : ০২ মিনিট

প্রশিক্ষক আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিশ্চিত হবেন যে, প্রশিক্ষণার্থীরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ এ দুটি বিষয়কে এ্যাফেক্টিভ ডোমেইন এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে জেনেছেন। এসব শিশুদের অন্তরে উপলব্ধির বিষয়। পাঠটি বুঝতে তাদের কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা তা জানা। সমস্যা থাকলে পুনরালোচনা করে প্রশিক্ষক ধারণা স্পষ্ট করবেন।

সহায়ক তথ্য :

আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে বলুন, আত্মসচেতন মানে নিজের দোষত্রুটি, গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা থাকা। নিজের গুণ থাকলে গুণাগুণের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও দোষগুলো পরিহার করার প্রচেষ্টা করা হলো আত্মসচেতনতা। আত্মসচেতন হলেই আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হলে প্রয়োজন

- পর্যাপ্ত জ্ঞান
- অনুশীলন
- দক্ষতা অর্জন

পাখির উড়তে হলে শুধু দুইটি ডানা থাকলেই যথেষ্ট নয়। উড়ার জন্য পাখির আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন। খাঁচার পাখি খাঁচায় থাকতে থাকতে তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীতে খাঁচা খুলে দিলেও দেখা যায় সে উড়ছে না। আমরা যৌন নির্যাতনের শিকার শিশু-কিশোরকে মানবিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সহায়তা না দিলে সে আরোও Demoralised হবে ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। তাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের আগের চেয়ে Victim অবস্থায় আরো বেশি Support প্রয়োজন। তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে। তাকে বুঝাতে হবে এটা একটা দুর্ঘটনা। এখানে তোমার কোনো দোষ ছিল না। তোমাকে মানসিকভাবে সবল হতে হবে। তোমার সামনে অনেক সময় পড়ে আছে। তোমাকে আত্মমর্যাদাবান মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

সহায়ক তথ্য

আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য কতিপয় পরামর্শ-

- সবসময় কিছু শেখার চেষ্টা করো, এটা তোমাকে আনন্দ দিবে।
- তোমার বন্ধু বা স্বজনকে বলো আজ তুমি তার জন্য কী করতে পারো।
- প্রতিদিন কিছু সময় খেলাধুলা বা ব্যায়াম করো। এতে তোমার মন প্রফুল্ল থাকবে।
- তোমার জন্য বিরক্তিকর বা অসহ্য এমন কিছু বিষয় লিপিবদ্ধ করো এবং সেগুলো Overcome করার চেষ্টা করো।
- কারো কৃতকার্যতায় তাকে ধন্যবাদ দাও এবং তার কৃতিত্ব থেকে অভিজ্ঞতা নাও।
- কিছু চ্যালেঞ্জিং কাজ হাতে নাও। সাফল্য না আসলেও ক্ষতি নেই। তবে সফল হওয়ার চেষ্টা করো।
- প্রতিদিন এমন একটি কাজ করো যা তোমাকে প্রফুল্ল রাখবে।
- নিজের সহজাত ধারণায় আস্থা রাখো।
- কোনো কাজে Over confidence থাকার চেয়ে সতর্ক ভাব থাকা ভালো। এটা তোমাকে কাজটি আরো সুন্দর করতে সাহায্য করবে।
- নিজের দক্ষতাকে সবসময় উন্নত করার চেষ্টা করো।
- নতুন পথ চিনতে চেষ্টা করো।
- আত্মবিশ্বাসী লোকদের শ্রদ্ধা করবে। কিন্তু অনুকরণ করার চেষ্টা করো না। চিহ্নিত করার চেষ্টা করো তারা কি করেছেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাসী করেছে।
- চলমান কাজের প্রতি আস্থা রাখবে। সবসময় তোমার সর্বাত্মক সামর্থ্য দিয়ে কাজ করবে। এতে দেখবে ভালোভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছো।
- গতানুগতিকভাবে না চলে নানামুখি সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্থ হও।
- সুন্দর চেহারার অধিকারী নও? নিজেকে বলো, এটা কোনো বিষয়ই না

কর্মঅধিবেশন ০২

১২:১৫-০১:০০

শিরোনাম : নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মনোসামাজিক সহায়তা।

শিখনফল	**এ অধিবেশন থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ** • নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মনোসামাজিক সহায়তার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন • নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মনোসামাজিক সহায়তাসমূহ কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	• মনোসামাজিক সহায়তার ধারণা • বিভিন্ন প্রকার মনোসামাজিক সহায়তার বিভিন্ন পদ্ধতি।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, দলগত কাজ।
উপকরণ	পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ভিডিও ক্লিপ, শিশু সুরক্ষা শিক্ষাক্রম ও পাঠসামগ্রী, সহায়ক তথ্য।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	• নির্যাতনের শিকার শিশুর মনো: সামাজিক সহায়তার সহায়ক তথ্যগুলো প্রশিক্ষক আত্মস্থ করবেন • শিশু সুরক্ষা শিক্ষার পাঠসামগ্রী সংরক্ষণে রাখা • প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য কর্মপত্র প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মনোসামাজিক সহায়তা সময় : ২০ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পূর্ব-পাঠ আলোচনা করে তাঁদের অর্জিত ধারণা সুদৃঢ় করুন

- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী কাছে জানতে চান মনোসামাজিক সহায়তা কী
- ভিপ কার্ডে মনোসামাজিক বলতে কী **বোঝেন** লিখতে দিন (এককভাবে)
- ভিপ কার্ডে লিখিত উত্তরগুলো পড়তে বলুন এবং প্রশিক্ষক নিজের আলোচনার মাধ্যমে মনোসামাজিক সহায়তার ধারণা স্পষ্ট করুন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ খ : বিভিন্ন প্রকার মনোসামাজিক সহায়তা সময় : ১৫ মিনিট

- ৫/৬ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে দল গঠন করুন।
- প্রত্যেক দলকে নির্যাতিত শিশুর জন্য মনোসামাজিক সহায়তাসমূহের তালিকা তৈরি করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপনা নিশ্চিত করুন ও অন্যদলের ফিডব্যাক নিন।
- প্রশিক্ষক দলীয় উপস্থাপনা ও সহায়ক তথ্যর সমন্বয়ে নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মনোসামাজিক সহায়তা কার্যক্রমসমূহের বিস্তারিত ধারণা স্পষ্ট করবেন।

মূল্যায়ন: সময় : ০৫ মিনিট

১. মনোসামাজিক সহায়তা কী ?

২. যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর সংশোধনমূলক কৌশল কী কী?

৩. যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য কোথায় কোথায় আইনি সহায়তা পাওয়া যায়?

সারসংক্ষেপ: সময় : ০৩ মিনিট

যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর মনোসামাজিক সহায়তা অত্যন্ত জরুরি। কোমলমতি শিশুর মনোজগতে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। সেজন্য শিশুর পুণর্বাসন প্রক্রিয়াটি জটিল। তবে সযত্নে তার পরিচর্যা করে শিশুকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ধৈর্য সহকারে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং এগুলো আয়ত্বে থাকা উচিত।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন সময় : ০২ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চান তারা পাঠটি বুঝেছে কিনা? কোন অংশ ভালো লেগেছে, তাদের কাছে কোন অংশ ভালো লাগেনি। ভালো না লাগার কারণ কী ? বোঝার অস্পষ্টতা থাকলে পুনরালোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করুন।

সহায়ক তথ্য

যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর মনোসামাজিক সহায়তা :

মনো সামাজিক সহায়তা বলতে বুঝায় যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মানসিক সহায়তা ও সামাজিক সহায়তা। শিশুর যৌন নির্যাতনের ফলাফল ভয়ানক হতে পারে। নির্যাতন ও অবহেলায় শিশুর বিকাশ দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তার পৃথিবী এলোমেলো হয়ে যায়। যৌন নির্যাতনে শিশু আহত হতে পারে। যৌন রোগ ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। যারা বেঁচে যায় তাদের দেহমনে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়তে পারে। শিশু নির্যাতনের মানসিক ও সামাজিক প্রভাবও সুদুরপ্রসারী। শিশুর মন খারাপ থাকে, অসহায়ত্ব তাকে গ্রাস করে। সে আত্মহত্যা প্রবণ হয় ও নিজের ক্ষতি নিজেই করে। এমন অবস্থায় যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মনো সামাজিক সহায়তা জরুরি। তাকে মানসিক সুস্থ্যতার জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়তা এবং একইসাথে সামাজিকীকরণের জন্যও প্রয়োজন পড়ে বিভিন্ন রকম সহায়তা। এ সকল সহায়তা দিয়ে তাকে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।

সহায়ক তথ্য

নির্যাতনের শিকার শিশুর জন্য মনোঃসামাজিক সহায়তা কার্যক্রম :

যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুকে পরিচর্যা কার্যক্রমটি খুবই সংবেদনশীল এবং জটিল। খুবই সতর্কতার সাথে কাজটি করা প্রয়োজন। এ জন্য এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষ জরুরি।
মনো সামাজিক কার্যক্রমকে আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

ক. **সমর্থনমূলক কৌশল**
খ. **সংশোধনমূলক কৌশল।**

ক. **সমর্থনমূলক কৌশল :** ভিকটিমের সাথে সবসময় তার মর্যাদারক্ষা ও শ্রদ্ধাশীল থেকে কার্যক্রমগুলো চালাতে হবে।

১. **নিরাপদ স্থানে রাখা :** নির্যাতিত শিশু সবসময় আতংকে থাকে। এজন্য শিশুকে এমন স্থানে অবস্থান করানো উচিৎ যেখানে সে নিরাপদ মনে করবে।
২. **সহানুভূতি দেখানো :** নির্যাতিত শিশুর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল আচরণ করা। তার মানসিক কষ্ট ও যন্ত্রণা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. **সমবেদনা জানানো :** তাকে এমনভাবে সমবেদনা জানাবেন যেন এটি আপনার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কোনোভাবে ওভার রিঅ্যাক্ট বা আতংক সৃষ্টি করবেন না তার মনে।
৪. **সমর্থন জানানো :** নির্যাতনের ঘটনায় শিশুর কোনো দোষ নেই। নির্যাতনকারীই দোষী এটা ভাবতে দেওয়া। শিশুর সমালোচনা করবেন না।
৫. **ধৈর্যসহকারে শোনা :** নির্যাতিত শিশুর বক্তব্য খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। সে যেভাবে ঘটনার বর্ণনা করে সেভাবেই শুনবেন। অতিরিক্ত প্রশ্ন করা যাবে না।
৬. **গোপনীয়তা রক্ষা করা :** নির্যাতিতের সকল বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করার বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

খ. **সংশোধনমূলক কৌশল :**

১. **চিকিৎসা সুবিধা :** যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুকে দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া জরুরি। নির্যাতনে শিশুর যৌনাঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন যৌনরোগের সৃষ্টি হতে পারে এমতাবস্থায় তার চিকিৎসা গ্রহণ জরুরি। তাছাড়া অনেক সময় অযাচিত গর্ভধারণ হতে পারে। সেজন্য প্রেগন্যান্সি টেস্ট করে সে অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হবে।
২. **আর্থিক সহায়তা :** নির্যাতিত শিশু খুবই দরিদ্র পরিবারের হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভিকটিমের টাকা পয়সা খরচের সামর্থ্য না থাকতে পারে। সেজন্য আর্থিক সাহায্য করা প্রয়োজন।
৩. **আশ্রয় পরিবর্তন :** নির্যাতিত শিশুর আবাসস্থলে পুনরায় নির্যাতনের শিকার হতে পারে। নির্যাতিত শিশুকে ভয়ভীতি দেখাতে পারে। এতে ভিকটিম আরোও অসহায়ত্ব বোধ করবে এবং শংকিত হবে। এমন হলে ভিকটিমকে নিরাপদ

আশ্রয়ে রাখতে হবে।

৪. **পরিবারকে সহায়তা প্রদান :** অনেক সময় ভিকটিমের সাথে তার পরিবারকেও ঝামেলায় পড়তে হয়। এ অবস্থায় নির্যাতিত শিশুর পরিবারকে বিভিন্ন সহায়তা দিতে হবে।

৫. **আইনি সহায়তা দান :** বাংলাদেশে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় আইনি সহায়তা দানে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে থাকে। তবে মনে রাখাতে হবে আইনি সহায়তা নেবার সিদ্ধান্ত ভিকটিমের নিজের।

বাংলাদেশে আইনি সহায়তা নেওয়া যায় –

- ইউনিয়ন পরিষদে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি
- উপজেলায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিস
- পুলিশ স্টেশন বা পুলিশ ফাঁড়ি
- নারী ও শিশু নির্যাতনে কাজ করে এমন বেসরকারি সংস্থা;
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা
- পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

কীভাবে আইনি সহায়তা নেওয়া যায় ?

- দ্রুত ঘটনা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী বা আইন সহায়তাদানকারী সংস্থার নজরে আনা
- পুলিশে খবর দেওয়া
- সঠিক তথ্য সরবরাহ করা
- মেডিকেল কলেজের ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার।

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন

- যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনসমূহ
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৩
- শিশু আইন ২০১৩

কাউন্সিলিং : যৌন নির্যাতনের ফলে অনেক সময় শিশুর মনোজগতে বিরাট প্রভাব পড়ে। এ অবস্থায় শিশু মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে। শিশুকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে তার কাউন্সিলিং-এর প্রয়োজন হয়। দক্ষ মনোবিজ্ঞানী দ্বারা তার কাউন্সিলিং করে তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।

কর্মঅধিবেশন ০৩
০২:০০ - ০৩:৩০
শিরোনাম : শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিখন-শেখানো কার্যক্রম

শিখনফল	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা- • শ্রেণিতে শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া/কার্যক্রমের ধারণা ব্যখ্যা করতে পারবেন • বিভিন্ন ধরনের শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন • শ্রেণিতে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন • শিখনফল অর্জন উপযোগী শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	ক. শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় শিখন শেখানো কার্যক্রমের ধারণা খ. শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা গ. শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্য ঘ. শিখনফল উপযোগী বিভিন্ন শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল।
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, ব্রেইন স্টর্মিং, অভিজ্ঞতা বিনিময়, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, একক কাজ, মনিটরিং।
উপকরণ	হোয়াইট বোর্ড, বোর্ড মার্কার, শিখন শেখানো কৌশলের লিখিত পোস্টারপেপার/ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ভিপকার্ড, শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠসামগ্রী।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	• শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ভিডিও ডকুমেন্টারি হার্ড ও সফট্ কপি নিজের সংরক্ষণে রাখা • এতদসংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের চার্ট/ পোস্টার পেপার তৈরি করে রাখা • নির্ধারিত শিখনফল উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে তা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা। বিশেষ করে নিজ অধিবেশনের প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের কার্যকর উপকরণ প্রস্তুত রাখা।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ধারণা সময় : ১০ মিনিট

- প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সেশনের শিখনফল ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করে অধিবেশন শুরু করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন, শিখন শেখানো প্রক্রিয়া কী? প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত উত্তর বোর্ডে লিখে তালিকা প্রস্তুত করুন।

সহায়ক তথ্য ৩.১ :

Concept of teaching-learning Approach on child protection education-

আমরা জানি যে, একটি সুর্নিদিষ্ট শিখন পরিবেশ পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ এবং পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে শিখন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শিখনফল অর্জিত হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক মিথসক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রেণিতে পাঠদান সম্পন্ন হয়। শিক্ষক শ্রেণিতে একটি নির্দিষ্ট শিখন-শেখানো বিষয়কে শিক্ষার্থীর মাঝে বিস্তরণ ঘটিয়ে ঐ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে পারদর্শী করে তোলেন। এই কার্যক্রমের সমষ্টিই হলো শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া বা teaching-learning Approach। এটি করতে গিয়ে শিক্ষক কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারস্পরিক মিথসক্রিয়ায় পদ্ধতি ও কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন হয়। যে কোন শিখন পরিবেশ পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করতে শিক্ষককে শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে।

শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি সমাজ জীবনে শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে, গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিশেষ শিক্ষা। এ শিক্ষা শুধু শিশুর নিজের জন্যই সীমাবদ্ধ

নয় এটি শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবক, ভাইবোন, সহপাঠী, বন্ধু, প্রতিবেশী এবং শিক্ষকসহ সকলের জন্য প্রয়োজন। আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক, ভবিষ্যতে পিতা-মাতা বা অভিভাবক।

শিশুকে উক্ত অবস্থানে উপনীত হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। এটি শিশুর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিশুকে সুরক্ষা শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করাতে হবে। শিশু যদি এই দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম না হয় তবে শিশুর বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হবে। শিশুর বড় হয়ে ওঠার সোনালি স্বপ্ন শুরুতেই ভেঙ্গে যাবে।

শিশু সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষার পাঠ সামগ্রী অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শিশুরা মূলতঃ নানা ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকে যেমন-যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ প্রভৃতি। শিশু তার নিকট আত্মীয়, কাছের লোক বা প্রতিবেশী দ্বারা সাধারণত এসব পরিস্থিতির শিকার হয়। এতে শিশু শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এ ধরনের নিজের সমস্যার কথা শিশু অন্যের কাছে খোলামেলাভাবে প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করে। শিশু যদি এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা না পায় তা হলে শিশুর ভাগ্যে নির্মম পরিণতি নেমে আসে। এজন্যে পূর্ব থেকে শিশুকে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে ধারণা দিতে হবে। নিজেকে রক্ষা করার কৌশল আয়ত্ব করে জীবন দক্ষতার অধিকারী হতে হবে। শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় teaching-learning Approach ভিন্ন মাত্রায় গুরুত্ব বহন করে। শিক্ষক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক পাঠ সামগ্রী শিশুর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - খ : শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা — সময়: ১৫ মিনিট

- পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে প্রশ্ন করুন।
- জোড়ায় দলে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ২টি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্ণয় করতে বলুন।
- পদ্ধতি ও কৌশলের ভিন্ন তালিকা প্রদর্শন করুন।
- প্রদর্শিত তালিকা নিয়ে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করুন। (সহায়ক তথ্য ৩.২ এর ধারণার সাথে মিলিয়ে নিন)

সহায়ক তথ্য ৩.২

শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা (Concept of Teaching-Learning Methods and Techniques): শ্রেণিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক যেসব পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করেন সেগুলোকে বলা হয় শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল। শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠ দানের ক্ষেত্রে এক বা একাধিক কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী যথোপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ শিক্ষকের পাঠদানকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তোলে।

একজন দক্ষ শিক্ষক পাঠদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল বেছে নেন এবং পাঠদানের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে পছন্দনীয় করে তোলেন। শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলকে অনেকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু এ দুটি ধারণার মধ্যে প্রায়োগিক দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষক সুনির্দিষ্ট শিখনফলের চাহিদা পুরণে সুনির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি বেছে নেন। শ্রেণিতে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে তাকে অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। এ অন্যান্য পদ্ধতি মূলত কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - গ : শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্য — সময় : ২০ মিনিট

- শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় আমরা কেন শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করবো সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদত্ত উত্তরসমূহ সমন্বিত করুন।
- শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের সুবিধাসমূহ দলীয়ভাবে চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত করতে বলুন।
- প্রস্তুতকৃত তালিকা উপস্থাপন ও আলোচনা করুন।

সহায়ক তথ্য ৩.৩

শিশু সুরক্ষা শিক্ষায় শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্য:

আমরা জানি যে জীবন দক্ষতার মাধ্যমে শিশুরা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা বা সামর্থ্য অর্জন করে। জীবন দক্ষতা হলো এক ধরনের মনোসামাজিক দক্ষতা। শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করলে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক পাঠসামগ্রী শিশুর কাছে উপস্থাপন করে কীভাবে জীবন দক্ষতা অর্জন করা যায় সে বিষয়টি শিক্ষককে মাথায় রাখতে হয়। প্রতিটি পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১০টি জীবন দক্ষতা যথা : আত্মসচেতনতা, সহমর্মিতা, যোগাযোগ, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক,

সৃজনশীল চিন্তা, বিশ্লেষণমূলক চিন্তা, সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চাপ মোকাবেলা এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ এসব দক্ষতা কখন কীভাবে প্রয়োগ করতে পারবে সে বিষয়ে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দানে পারদর্শী হতে হয়। শিশুকে জীবন দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করতে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ অপরিহার্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হয়, যেমন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, শিশুশ্রম, শিশুপাচার, যৌতুক ও বাল্য বিবাহ, ইনজুরি, আবেগ ও মানসিক চাপ, যৌন হয়রানি, নিপীড়ন-নির্যাতন শোষণ এবং শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিষয়ক সম্যক ধারণা অর্জন শিশুর জন্য খুবই জরুরি। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা: যেমন- স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সুস্থজীবন, সংক্রামক এবং সংক্রামক নয় এমন রোগ সংক্রমণ ও প্রতিরোধ, যৌনরোগ, এইচ আইভি, এইডস-এর বিস্তার, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ, এইডস প্রতিরোধ, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি বিষয়ে শিশুকে সচেতন করে তুলতে হবে। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ ও বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ধূমপান ও মাদকাসক্তি একটি বড় বাঁধা এ ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য পরিচিতি, অপব্যবহার, মাদক দ্রব্য গ্রহণের কুফল, চাপ মোকাবেলা এবং মাদকাসক্তি প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ এসব বিষয়ে শিশুকে প্রয়োজনীয় ধারণা দিতে হবে। এ ছাড়াও বয়ঃসন্ধি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিয়য়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি বয়ঃসন্ধিজনিত পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা এ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ, গর্ভপাত, প্রয়োজনীয় খাদ্য পুষ্টির ধারণা এসব বিষয় শিশুদের গোচরে আনা প্রয়োজন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ক পাঠসামগ্রী যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এ সকল বিষয়ে যথেষ্ট জড়তা ও অদক্ষতা রয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কতগুলো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এ জন্য প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল আয়ত্ব করতে হবে।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ঘ : ১. বিভিন্ন শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সময় : ২৫ মিনিট

- কী পদ্ধতি বা কৌশল প্রয়োগ করে প্রশিক্ষণার্থীরা পাঠদান করেন তা ভিপ কার্ডে লিখতে বলুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের লিখিত কার্ডগুলো বোর্ডে সজ্জিত করে তালিকা তৈরি করার ব্যবস্থা নিন।
- পরবর্তীতে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের স্লাইড প্রদর্শন করুন/ পোস্টার পেপার টাঙিয়ে দিন এবং তাদের উত্তরগুলোর সাথে মিলিয়ে নিন।
- শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখন-শেখানো কৌশলসমূহ এবং সহায়ক তথ্য ৩.৪ এককভাবে পড়তে বলুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিসমূহের সবল ও দুর্বল দিক দলীয়ভাবে চিহ্নিত করার সুযোগ দিন এবং পোস্টার পেপার সরবরাহ করুন। (৫/৬ জনের দল গঠন করুন এবং প্রতিদলকে ২টি নির্ধারিত পদ্ধতির সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করতে বলুন)।
- দলীয় কাজ উপস্থাপন প্রয়োজনে নিজে ফিডব্যাক দিন/ প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে ২/১ জনকে ফিডব্যাক দিতে বলুন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ-ঙ : শিখনফল অর্জন উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন। সময় : ১০ মিনিট

- গঠিত দলগুলোকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম থেকে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় নির্ধারণ করতে বলুন।
- বোর্ডে একটি ছক এঁকে দিন।

অধ্যায়	শিখনফল	পদ্ধতি	কৌশল

- নির্দেশনা দিন, যে কোনো একটি মুখ্য পদ্ধতি নির্বাচন করতে এবং ঐ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে যেসব কৌশল প্রয়োজন তা চিহ্নিত করে দলীয়ভাবে উপস্থাপন করতে বলুন। দলগুলো নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারছে কিনা তা মনিটরিং করুন এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।
- দলীয় কাজ শেষে দলীয় প্রতিনিধিকে তা উপস্থাপনের নির্দেশনা দিন। দলীয় উপস্থাপনা মনোযোগ সহকারে শুনতে ও পর্যবেক্ষণ করতে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে (warming up) সজাগ করুন। দলীয় উপস্থাপনায় শিখনফলের চাহিদা যথার্থ পূরণ হলো কিনা সে বিষয়ে প্রশিক্ষাণার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ফিডব্যাক দিন।
- এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা কী শিখলেন তা দলীয়ভাবে চিহ্নিত করতে বলুন। প্রয়োজনে পোস্টার পেপার সরবরাহ করুন।

- অধিবেশনের প্রতিফলন কত টুকু ঘটল তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানুন। শ্রেণিতে এটির প্রয়োগ উপযোগিতা আছে কিনা/ অধিবেশনটি কেমন লাগল প্রশ্ন করে জেনে নিন।

মূল্যায়ন : **সময়: ০৫ মিনিট**

- শিখন শেখানো কৌশল ও পদ্ধতি কোন অর্থে আলাদা?
- পদ্ধতি কখনো কৌশল আবার কৌশল কখনো পদ্ধতি হতে পারে কি?
- পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের সুবিধাসমূহ কী কী? (৩টি সুবিধা লিখুন)

সারসংক্ষেপ : **সময়: ০৩ মিনিট**

এই প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা শিখন শেখানো কার্যক্রমের ধারণা, শিখন শেখানো কার্যক্রমের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। বিভিন্ন শিখন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ও প্রয়োগ করে শিখন-শেখানো পরিবেশকে সার্থক ও আনন্দদায়ক করতে পারবেন। ফলে শিখনফল অর্জন সহজ হবে।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন : **সময়: ০২ মিনিট**

- এ অধিবেশন শেষে আমরা যা শিখলাম তার তালিকা প্রণয়ন করতে বলুন।
- জিজ্ঞাসা করুন এ অধিবেশনটি কীভাবে আরো ভালোভাবে পরিচালনা করা যায়।
- আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অধিবেশনে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন কি না, শিখন কাঙ্ক্ষিত মানের হয়েছিল কি না, না হয়ে থাকলে, কেন হয়নি, ভিন্নভাবে কিছু করা যেত কি না ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন।

সহায়ক তথ্য ৩.৪

বিভিন্ন শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল :

শিখন-শেখানো পদ্ধতি মূলত দু ধরনের, যা আমরা এ অধিবেশনে জেনেছি। তবে শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি সংখ্যার দিক দিয়ে খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল বহু ধরনের। নিম্নে কয়েকটি শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল আলোচনা করা হলো।

১. বক্তৃতা (lecture): শ্রেণিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে বক্তৃতা অতি পুরাতন পদ্ধতি। শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতির মধ্যে এটি একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি । এ পদ্ধতিকে শিক্ষক ভাষণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরেন। এ ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষক অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে পারেন।

সাধারণত এ পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদানের ধারণা (CONCEPT) তথ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কীয় বিষয় উপস্থাপন করা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে না। অর্থাৎ একমুখি যোগাযোগ অনুসরণের ফলে শিক্ষার্থীদের মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে না। শ্রেণিতে অধিক সময় বক্তৃতা শুনলে একঘুয়ে পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা শিখনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থী বিশ্লেষণের সুযোগ কম পায় এবং তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে না। বক্তব্যে তথ্যে ত্রুটিপুর্ণ কিংবা বিকৃত হলে শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপর বক্তৃতার ফলাফল ও প্রভাব পরিমাপ করা যায় না, বিষয়বস্তু সংক্রান্ত অস্পষ্টতা নিরসনের সুযোগ থাকে না । শিক্ষকের জ্ঞানের পরিধি মানসম্মত না হলে শিক্ষার্থীরা সমানভাবে জানতে ও বুঝতে পারে না।

২.বক্তৃতা - আলোচনা (lecture): এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে অধিক অংশ গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে তিন চার মিনিট করে বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন এবং আলোচিত বিষয়ের উপর ফিডব্যাক চান। সাধারণত এ ধরনের পদ্ধতিতে নতুন কোন বিষয়বস্তুর উপর ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে উপস্থাপনের পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং শিক্ষার্থীরা শ্রবণ করে জ্ঞান অর্জন করে। কেউ কেউ এ ধরনের আলোচনা পদ্ধতিকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি হিসেবে অবহিত করে।

শিক্ষক পূর্ণ ধারণা নিয়ে ক্লাসে উপস্থিত হন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করেন। আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে থাকেন। এ পদ্ধতিটিও শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি।

৩. স্থান পরিদর্শন (Site visit): এ ধরনের শিখন-শেখানো পদ্ধতি সাধারনত ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োগ করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা আলোচনার পাশাপাশি বাস্তব অবস্থা দেখে অধিক জ্ঞান বা ধারণা অর্জন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মৌখিকভাবে ধারণা প্রদানের চেয়ে বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব তথ্য ভিত্তিক জ্ঞান আরোহণ অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

৪. প্রদর্শন (Demonstraation): প্রদর্শন শিখন-শেখানো পদ্ধতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ ধরনের পদ্ধতি তথ্য ধারণা বা প্রযুক্তি প্রত্যক্ষ বা বস্তুগতভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করা হয়। সাধারণ পদ্ধতিতে যে কোন বিষয় যুক্তি-তর্কের দেখা দিলে তা শোনা, চোখে দেখা বা হাতে কাজ করার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা পছন্দসই উপকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পরিপুর্ণ ধারণা লাভ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়ের উপর চিত্র/ ছবি, মডেল পোস্টার প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপন করা হয়। কেননা প্রদর্শনে সব কিছুই শিক্ষার্থীদের সামনেই ঘটে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিবিড় হয়। এ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য পাঠের বিষয় বস্তু শিক্ষার্থীদের বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করানো। বিজ্ঞান বিষয়ে প্রদর্শন পদ্ধতির প্রয়োগের সময় শিক্ষকের প্রদর্শনের সাথে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধাপে কাজগুলো সম্পন্ন করে।

শাকসবজি উৎপাদনে বীজতলা তৈরি, ধাপে ধাপে হাতে কলমে শিক্ষাদান করা হয়। ফলে এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা সহজে কলাকৌশল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আয়ত্ব করতে পারে। মুখে বলা হাতে করে দেখিয়ে দেওয়া বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণার পরিবর্তন ও সন্দেহ দূর হয়।

৫. শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও মাঠ পরিদর্শন (Study tour and fileld visit): এ ধরনের পদ্ধতির শিখন-শেখানো পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকের নেতৃত্বে একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নতুন কোনো কলাকৌশলের প্রয়োগ নতুন কোনো উৎপাদন উপকরণের প্রচলন, শিল্প কারখানা, গবেষণাকেন্দ্র, নৈসর্গিক দৃশ্য, শিক্ষায়ন প্রভৃতি কার্যপ্রণালী দেখার মাধ্যমে নিজের ধারণার পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ভ্রমণকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়। মূলত এ ধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অবস্থা দেখে ও বিশ্লেষণ করে নিজেদের মধ্যকার ভুল ত্রুটি বদলাতে সক্ষম হয় বা নতুন ধারণা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠে। এটি একটি সন্তোষজনক ও সুন্দর শিক্ষাগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যম।

৬. দলীয় আলোচনা (Group Discussion): দলীয় আলোচনা হচ্ছে একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে একদল শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্দেশ্য ভিত্তিক পারস্পরিক মতামত বা ধারণা বিনিময় বা কথোপকথন বা সুচিন্তিত ক্রিয়াকলাপ। মূলত দলীয় আলোচনা বলতে বিশেষ উদ্দেশ্যে শিক্ষক যখন কোন বিষয়ের কতিপয় শিক্ষার্থীর সাথে তথ্য বা ধারণার বিস্তার বা অভিজ্ঞতা বিনিময় বা পরস্পরের মতামত আদান প্রদান করে তাকে দলীয় আলাচনা বলে। সাধারণত এ পদ্ধতিতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে একদল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধারণা বিনিময় করে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মূলত এ ধরনের আলোচনায় একদল শিক্ষর্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করানো হয় এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শিক্ষক এ আলোচনায় সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়ে থাকলেও তার ভূমিকা গৌণ থাকে। এ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের তথ্য ও ধারণা বিনিময়ে ও ঐকমতের ভিত্তিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ পদ্ধতি প্রয়োগে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা যায়, প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার অবস্থা বুঝতে পারে। প্রত্যেকেই নিজের মতামত প্রদানে সুযোগ পায়। ফলে আলাচনায় কেউ একঘেয়েমি বোধ করে না। পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ের ফলে নিজেদের মধ্যে সমোঝতার ভিত্তি গড়ে ওঠে। যা পরবর্তীতে সমবেতভাবে কাজের পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করে। অংশগ্রহণকারীদের বিশ্লেষণী শক্তি বাড়ে। আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং দায়িত্ববোধে সচেষ্ট হয়। দলের সদস্যদের মধ্যে নতুন ধারণা সৃষ্টি হয়, তবে দলীয় আলোচনায় দলের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না। আলোচনার বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না। আলোচনায় আংশগ্রহণকারীর জ্ঞান দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, একটি নির্দিষ্ট সীমা রেখার মধ্যে না হলে তা লক্ষ্যহীন আলোচনা হতে পারে।

৭. প্যানেল ডিসকাশন (Panal discussion) : এটিও একটি দলীয় আলোচনার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একদল শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে ৪-৫ জন অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। আলোচনাটি প্রধানত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অনেকটা রাউন্ড টেবিল ডিসকাশনের মতো। এ পদ্ধতিটি সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একজনকে মধ্যস্থতাকারী ঠিক করা হয় তিনি আলোচনার শেষে সকল প্রশ্নের ও উত্তরের সারাংশ উল্লেখ করে নিজের মন্তব্যসহ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৮. কেস স্টাডি বা ঘটনা বিশ্লেষণ (Case study): কেস স্টাডি একটি আধুনিক শেখন-শেখানো পদ্ধতি যার মাধ্যমে বাস্তব সম্মত ঘটনার মাধ্যমে শিখনে উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি ঘটনার উপর লিখিত বিবরণ তৈরি করে ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের দলীয় বা ব্যক্তিগত ছোট দলে আলাচনার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ঘটনাটি বাস্তব বা কাল্পনিক হতে পারে। তবে ঘটনার সারাংশ শিখনফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিখন-শেখানো কার্যক্রম কেসস্টাডি ব্যবহার করা হয়। এটি অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমস্যা উপলব্ধি ও সমাধানের প্রক্রিয়া তুলে ধরার জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এটি উত্তম মাধ্যম।

৯. ব্রেইন স্টর্মিং (Brain storming) বা মুক্ত চিন্তার ঝড় : ব্রেইন স্টর্মিং যে কোন শিখন-শেখানা পদ্ধতিতে যে কোন বিষয় বা বাস্তব সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সামাধানের পথ উদ্ভাবনে বা নতুন কোন ধারণা সংযোজনে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এ চিন্তার জন্য শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ২/১ মিনিট সময় দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে যে কোনোভাবে কোনো সমস্যা সমাধানের পথকে ভালো মনে করে সেভাবে তার সুযোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে এই অল্প সময়ের নতুন কোনো ধারণা সৃষ্টি বা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক মতামত পাওয়া যায়। যা কোন সমস্যার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কাছে সমস্যা সমাধান ও সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে খোলাখুলি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণাসমূহ সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নোত্তরের সময়সীমা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাধা থাকে। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় শিক্ষার্থীদের চিন্তার সৃজনশীলতা যাচাইয়ের জন্য সৃষ্টিশীল চিন্তাকে উৎসাহিত করতে, স্বল্প সময়ে বেশি ধারণা সংগ্রহের জন্য। শ্রেণি কার্যক্রমের এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে নিজ ধারণা ব্যক্ত করতে পারে। অল্প সময়ে অধিক ধারণা পাওয়া যায়। অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের চিন্তার গভীরে নিয়ে যাওয়া যায় বা নতুন ধারণা উদ্ভাবন করা যায়। সকল শিক্ষার্থীর মতামতের ভিত্তিতে ঐকমতে পৌঁছানো সম্ভব হয়। তাছাড়া পারস্পরিক মতামত বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মায়।

১০. রোল প্লে বা ভূমিকাভিনয় (Role Play): রোল প্লে-এর বাংলা অর্থ চরিত্র অভিনয় বা চরিত্র চিত্রায়ণ। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণ চরিত্র চিত্রায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী দল ও সাহায্যকারী ব্যক্তিদের সামনে একটি সমস্যাকে তুলে ধরে। পরে ঐ অভিনীত ঘটনাকে পর্যালোচনা করে শিক্ষণীয় দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়। চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীসহ প্রশিক্ষণার্থীদল ও সাহায্যকারী ব্যক্তিদের সামনে মানুষ সম্পর্কে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যাকে কোন ধারণা বা তথ্যকে অভিনয় করে দেখানোর সুযোগ পেয়ে থাকে। এখানে শিক্ষার্থী একজন অভিনেতা, একজন পর্যবেক্ষক, একজন প্রশিক্ষক, বিশ্লেষক হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ঘটনার স্বরূপ অভিনয়কারীদের ভূমিকা নির্ধারণ করে থাকেন।

১১. পাঠ নির্দেশনা (Guided study): এ ধরনের শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে একক বা দলীয় অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা অনুসারে সম্ভাব্য বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় বা খুঁজে বের করতে বলা হয়। কখনো কখনো এ ধরনের শিখন–শেখানো বিভিন্ন বই পত্রের বা পত্র পত্রিকার রেফারেন্স দেওয়া হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে রেফারেন্স বই খুঁজে উত্তর বের করতে বলা হয়। এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিভিন্ন সমস্যার উত্তর খুঁজে বের করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১২. সিমুলেশন খেলা (Simulation game): (বাস্তবে অনুকরণ পরিস্থিতি তৈরি করা) সিমুলেশন খেলাকে বাংলায় রূপক খেলা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ শিখন-শেখানো পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। সিমুলেশন গেম এমন একটি পদ্ধতি যেখানে বাস্তবে অনুকরণ প্রায়, বাস্তবের মতো একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। বাস্তবজীবনে প্রকৃত ঝুঁকির মুখোমুখি না হয়েই শেখা বা জানা সম্ভব হয়। যেমন কাপড় সেলাই বাস্তবে করার আগে কাগজে সেলাই করে তার অনুধাবন করা হয়।

১৩. ব্যক্তিগত কার্য সম্পাদন নির্দেশনা পদ্ধতি (Individul assignment method) : এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বা একটি বিষয়ের উপর পড়তে বা লিখতে বা পূর্বের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপন করতে বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন শেষে অংশগ্রহণকারীরা অধিবেশন ক্লাসে ফিরে আসে এবং তা স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করেন। এ প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থী নিজেদের ধারণার সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীর ধারণার তুলনা করে সঠিক জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করতে পারেন।

এ পদ্ধতি পরিচালনার ক্ষেত্রে লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ থাকে। এটি আত্মশিখন ও অধিক কার্যকারী পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।
প্রক্রিয়া :

- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিবেশনের পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু সকলকে লিখতে পড়তে বলা হয় বা বিষয় বস্তুর নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।
- কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেধে দেওয়া হয়।
- নির্দিষ্ট সময়ের পর বড় দলে বিষয়বস্তু স্বতন্ত্রভাবে বা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলা হয় যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভুল সংশোধন করতে পারে।
- এ প্রক্রিয়ায় লাইব্রেরি ব্যবাহরের সুযোগ থাকে। কখনো কখনো বিষয়বস্তুর উপরে উপকরণ সরবারহ করা হয়।

১৪. দলভিত্তিক কার্য সম্পাদন নির্দেশনা পদ্ধতি (Group assisntment Method): এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ক্ষুদ্র দলে ভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন বা একটি বিষয়ের উপর আলোচনা করে লিখতে, পড়তে বা পূর্বের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপন করতে বলা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন শেষে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরে আসে এবং দলীয়ভাবে দলনেতা বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে। এ প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থী নিজেদের ধারণার সাথে অন্য শিক্ষার্থীর ধারণা তুলনা করে সঠিক জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করতে পারেন। এ পদ্ধতি পরিচালনার ক্ষেত্রে লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ থাকে।

১৫.প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method): এ পদ্ধতিতে শিক্ষক নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীরা আলোচনা সাঠিকভাব বুঝতে পেরেছে কিনা তা জানার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করে শিক্ষীর্থদের অভিমত নেন এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখেন। শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে তিনি উক্ত বিষয় নিয়ে পুনরায় আলোচনা করেন। উল্লেখ্য প্রশ্ন করার কৌশল শিক্ষকের উপস্থাপন দক্ষতার উপর নির্ভর করে। এ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো কোন বিষয় উপস্থাপনার পূর্বে বা পরে শিক্ষার্থীরা আলোচনা বুঝতে পেরেছে কিনা তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যাচাই করে আলোচনা গতিশীল ও প্রশিক্ষণকে অধিক কার্যকারী করা।

১৬. সতীর্থ দল ভিত্তিক শিখন (peer Group learning): এটি একটি দলভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি। বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে এ পদ্ধতি অনুসারে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে বিভক্ত করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করতে বলা হয়। আলোচনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ধারা হিসেবে প্রথমে একদলকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলা হয়। প্রথম দলের আলোচনা শেষে দ্বিতীয় দলকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। আলোচনা শেষে একদল অপর দলর আলোচ্য বিষয়ের উপর মতামত ব্যক্ত করে এবং ঐকমতের ভিত্তিতে জ্ঞান, ধারণা ও তথ্য গ্রহণ করা হয়।

১৭.পারস্পরিক মিথসক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান (Interactive Teaching): এ পদ্ধতিতে প্রতিটি বিষয়ে প্রথমে উপস্থাপনার পর ব্যাখ্যা প্রদান করতে বলা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছে মুক্তভাবে প্রশ্ন করার মাধ্যমে পুনরায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ফলে সহজেই একজন শিক্ষার্থী বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শিখন ও চিন্তা প্রক্রিয়ায় অধিকতর সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শিক্ষা অধিক কার্যকর হয়। অস্টেলিয়ার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাদানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে কার্যকরভাবে শিখন উপকরণ ব্যবহার করা যায়। পারস্পরিক মিথিসক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সংশোধনমূলক শিক্ষণের সুযোগ ঘটে। তাছাড়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিথসক্রিয়ার সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি।

কর্মঅধিবেশন ০৪

০৩:৩০ - ০৫:০০

শিরোনাম: শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ের উপর একটি প্রদর্শনী পাঠ উপস্থাপন

শিখনফল	**এ অধ্যায় পাঠ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-** • শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ক প্রদর্শনী পাঠ সফলভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।
বিষয়বস্তু	নমুনা প্রদর্শনী পাঠ
শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	আলোচনা, প্রদর্শন, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রশ্নোত্তর।
শিক্ষা উপকরণ	বোর্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, যৌন নির্যাতন, হয়রানির ও শোষণের পেপার কাটিং, ছবি /ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর।
প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি	▪ শিশু সুরক্ষা শিক্ষার পাঠসামগ্রী সাথে রাখবেন ▪ নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে সাথে রাখবেন ▪ শিশু সুরক্ষা শিক্ষার উপর এক বা একাধিক প্রদর্শনী পাঠ তৈরি করে সাথে রাখুন ▪ নির্ধারিত শিখনফল উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখবেন ▪ আইসিটি ব্যবহার করে প্রদর্শনী পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ - ক : শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ক প্রদর্শনী পাঠ পরিচিতি সময় : ৩৫ মিনিট

- প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন "প্রদর্শনী পাঠ" এই শব্দটির সাথে তারা পরিচিত কিনা? উত্তর হ্যাঁ/না হলে প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন-
  - একটি সফল পাঠ উপস্থাপনে বিবেচ্য বিষয় কী কী?
  - এর জন্য পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কী?
  - পরিকল্পনা মাফিক পাঠ উপস্থাপনে কী কী সুফল পাওয়া যায়?
  - পদ্ধতি কৌশল নির্বাচনে পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন আছে কী?
  - মূল্যায়নের ধরন কী হবে এবং কী কী বিষয় মূল্যায়ন করা হবে?
- প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ (৫/৬) করুন। প্রতিটি দলকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা দিন। প্রতিটি দলের প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা দেয়ালে টাঙিয়ে দিতে বলুন এবং উত্তম হিসেবে একটিকে নির্বাচন করুন।

কর্মপদ্ধতি

পাঠ-খ: শিশু সুরক্ষা শিক্ষা বিষয়ক প্রদর্শনী পাঠ উপস্থাপন — সময় : ৩৫ মিনিট

- নির্বাচিত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী একজন প্রশিক্ষণার্থীকে পাঠ উপস্থাপনের নির্দেশনা দিন।
- উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ করে এর সবল ও দুর্বল দিক মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা নিন।
- দুজন প্রশিক্ষণার্থীকে উপস্থাপিত পাঠ কেমন হলো তা মূল্যায়নের জন্য দায়িত্ব দিন।
- পাঠ উপস্থাপন শেষ হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুজনকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিন।
- মূল্যায়ন শেষে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

মূল্যায়ন : — সময় : ১০ মিনিট

- প্রদর্শনী পাঠ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- একটি প্রদর্শনী পাঠ কয়টি অংশে বিভক্ত এবং কী কী?

সারসংক্ষেপ : — সময় : ০৫ মিনিট

একটি প্রদর্শনী পাঠ পর্যবেক্ষণ করে প্রশিক্ষণার্থীরা শ্রেণিকক্ষে একটি আদর্শ পাঠ উপস্থাপন করে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ করতে পারেন। শিশু সুরক্ষা শিক্ষার শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার মাধ্যমেই শিখনফল অর্জন সম্ভব। প্রশিক্ষণার্থীরা বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় পারদর্শিতা অর্জন করবেন।

আত্মপ্রতিফলন অনুশীলন : — সময় : ০৫ মিনিট

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে/ আত্ম জিজ্ঞাসা করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সফলতা খুঁজে বের করতে পারেন-

- এ অধিবেশন শেষে আমরা কী শিখলাম? তার তালিকা প্রণয়ন করতে বলুন।
- জিজ্ঞাসা করুন এ অধিবেশনটি কীভাবে আরো ভালোভাবে পরিচালনা করা যায়।
- আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অধিবেশনে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন কি না, শিখন কাঙ্ক্ষিত মানের হয়েছিল কি না, না হয়ে থাকলে কেন হয়নি, ভিন্নভাবে কিছু করা যেত কি না ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন।

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
১০/১৪ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৯১৮৫৩০২, হটলাইন : ০১৭৭৮ ২৪৯ ২৭৭
E-mail : info@breakingthesilencebd.org, btsbd94@yahoo.com
web : www.breakingthesilencebd.org